তাবলীগ : ১৪

হযরত মুসা ﵇ সম্পর্কে

মাওলানা সাদ সাহেবের বিভ্রান্তিকর বয়ান ও তাঁর পক্ষ থেকে উপস্থাপিত প্রমাণাদির নিরীক্ষণ

রচনা

মাওলানা মুহাম্মদ যায়দ মাযাহেরি নদভি

অনুবাদ

আবদুল্লাহ আল ফারুক

তাবলীগ : ১৪

হযরত মুসা (আ.) সম্পর্কে

মাওলানা সাদ সাহেবের বিভ্রান্তিকর বয়ান

ও তার পক্ষ থেকে উপস্থাপিত প্রমাণাদির নিরীক্ষণ

রচনা

মাওলানা মুহাম্মদ যায়দ মাযাহেরি নদভি

উসতাযুল হাদিস ওয়াল ফেকাহ,

দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা , লাখনৌ, ভারত

অনুবাদ

আবদুল্লাহ আল ফারুক

মাকতাবাতুল আসআদ

প্রথম সংস্করণ : ২৮ জুলাই ২০১৮ ঈ.
মুহাম্মদপুর ঈদগাহে ওয়াজাহাতি জোড় উপলক্ষ্যে প্রকাশিত

গ্রন্থস্বত্ব : অনুবাদক কর্তৃক সংরক্ষিত

মাকতাবাতুল আসআদের পক্ষে আশুলিয়া, ঢাকা থেকে প্রকাশক আবদুল্লাহ আল ফারুক কর্তৃক প্রকাশিত ও মাকতাবাতুল আযহার দোকান নং-১ আন্ডারগ্রাউন্ড, ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে পরিবেশিত এবং প্রগতি প্রিন্টিংপ্যালেস, কাঁঠালবাগান, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

পরিবেশনায়
মাকতাবাতুল আযহার

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা,
ঢাকা
: 019 24 07 63 65

শাখা বিক্রয়কেন্দ্র : ১
দোকান নং- ১, আন্ডারগ্রাউন্ড,
ইসলামী টাওয়ার বাংলাবাজার,
ঢাকা 017 15 02 31 18

শাখা বিক্রয়কেন্দ্র : ২
৩৩, ৩৪, ৩৫ কিতাব মার্কেট
জামিয়া মাদানিয়া যাত্রাবাড়ি,
ঢাকা : 019 75 02 31 18

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না
বর্ণবিন্যাস : মদীনা বর্ণশীলন, alfaruque1983@gmail.com

মূল্য : ১২০ [একশ বিশ] টাকা মাত্র

MUSA ﷺ SOMPORKE SAD SAHEBER
BIVRANTIKOR BOYAN
Published by : Maktabatul Asad, Dhaka, Bangladesh
Price : Tk. 120.00 US $ 10.00 only.

بسم الله الرحمن الرحيم

মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনা সম্পর্কে
মাওলানা সাদ কান্ধলভি সাহেবের বয়ানের সারাংশ

মাওলানা সাদ কান্ধলভি সাহেব দামাত বারাকাতুহুম ১৩ রবিউল আউয়াল ১৪৩৮ হিজরি / ১৩ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে বাংলাওয়ালি মসজিদ নিযামুদ্দিন দিল্লিতে ফজর নামাযের পর প্রদত্ত বয়ানে বলেন—

اس میں کوئی شک نہیں کہ دین کے سارے شعبوں کا احیاء دعوت الی اللہ کے فریضہ کی ادائیگی پر موقوف ہے، دعوت کا چھوٹ جانا یہ امت کی گمراہی کا یقینی سبب ہے، دعوت کا چھوٹ جانا یہ امت کی گمراہی کا یقینی سبب ہے، دعوت کا چھوٹ جانا یہ امت کی گمراہی کا یقینی سبب ہے، علماء نے لکھا ہے کہ دعوت الی اللہ کا چھوٹ جانا گمراہی کا سبب ہے بلکہ یہاں تک لکھا ہے مفسرین نے کہ موسی علیہ السلام اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر اللہ کی رضا اور اس کو خوش کرنے کے لئے تنہا عبادت میں مشغول ہو گئے اور قوم پیچھے رہ گئی، اللہ نے پوچھا کہ "مَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى" اے موسی علیہ السلام تمہیں جلدی میں کس نے ڈال دیا موسی علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ لوگ پیچھے رہ گئے میں آپ کو راضی کرنے کے لئے آگے بڑھ گیا۔

(دھیان سے سننا بات کو) اللہ نے فرمایا کہ اے موسی علیہ السلام! ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو فتنہ اور آزمائش میں ڈال دیا، علماء نے لکھا ہے کہ وجہ یہ ہوئی کہ موسی علیہ السلام بجائے قوم کو ساتھ لے کر آنے کے قوم کو چھوڑ کر آگئے، ۴۰\رات موسی علیہ السلام نے عبادت میں گزاری، اللہ کی شان کہ چھ لاکھ بنی اسرائیل جو سب کے سب ہدایت پر تھے، ان میں سے ۵\لاکھ ۸۸\ہزار ۴۰\رات کی چھوٹی سی مدت میں گمراہ ہو گئے۔ صرف ۴۰\رات حضرت موسی علیہ السلام نے دعوت الی اللہ کا کام نہیں کیا، میں یہ سمجھ کر کہہ رہا ہوں کہ صرف ۴۰\رات موسی علیہ السلام نے دعوت کا عمل نہیں کیا، ۴۰\رات موسی علیہ السلام عبادت میں مشغول رہے، اور اس ۴۰ رات کے عرصہ میں ۵\لاکھ ۸۸\ہزار بنی اسرائیل سب کے سب بچھڑے کی عبادت پر جمع جمع ہو گئے، اور اس سب نے یہ کہا کہ ہم بچھڑے کی عبادت کرتے رہیں گے جب تک موسی علیہ السلام واپس نہیں آئیں گے "لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى" جب تک موسی علیہ السلام واپس نہیں آئیں گے ہم بچھڑے کی عبادت پر جمے رہیں گے، صرف ۱۲\ہزار ہدایت پر رہے، باقی اکثر بنی اسرائیل بچھڑے کو معبود بنا کر اس کی عبادت پر جمع ہو گئے۔

(ماخوذ از: بے علمی کی گفتگو، ص: ۳، مرتب: مولوی انیس احمد ندوی)

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, দ্বীনের সবগুলো শাখার পুনরুজ্জীবন 'দাওয়াহ ইলাল্লাহ' তথা আল্লাহর পথে দাওয়াতের ওপর নির্ভরশীল। দাওয়াত ছেড়ে দেওয়াই উম্মাহর গুমরাহির নিশ্চিত কারণ। দাওয়াত ছেড়ে দেওয়াই উম্মাহর গুমরাহির নিশ্চিত কারণ। দাওয়াত ছেড়ে দেওয়াই উম্মাহর গুমরাহির নিশ্চিত কারণ। এমনকি উলামায়ে কেরাম এ কথা পর্যন্ত লিখেছেন যে, দাওয়াত ছেড়ে দেওয়াই উম্মাহর গুমরাহির নিশ্চিত কারণ। এমনকি তারা এ কথাও লিখেছেন যে, মুসা আলাইহিস সালাম স্বজাতিকে ছেড়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্যে নিভৃতে ইবাদতে মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন। পুরো জাতি পেছনে রয়ে যায়। তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, مَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى। 'হে মুসা আলাইহিস সালাম, কোন জিনিসের কারণে তুমি এত তাড়াহুড়া করতে গেলে?' উত্তরে মুসা আলাইহিস সালাম

নিবেদন করেন, 'তারা পেছনে রয়ে গেছে। আমি আপনাকে রাজি করার জন্যে এগিয়ে এসেছি।'

(মনোযোগ সহকারে কথাটি শুনবেন) আল্লাহ বলেন, হে মুসা, আমি তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার জাতিকে ফেতনা ও পরীক্ষায় ফেলেছি। উলামায়ে কেরাম লিখেছেন, এর কারণ হলো, মুসা আলাইহিস সালাম জাতিকে সঙ্গে না এনে জাতিকে ছেড়ে একাকী চলে এসেছিলেন। ৪০ রাত মুসা আলাইহিস সালাম ইবাদতে মগ্ন ছিলেন। আল্লাহর কুদরত দেখুন, ৬ লক্ষ বনি ইসরাঈল —যারা সবাই হিদায়াতের ওপর ছিল— তাদের মধ্য হতে ৫ লক্ষ ৮৮ হাজার বনি ইসরাঈল মাত্র চল্লিশ রাতের ছোট্ট সময়ের ভেতর গুমরাহ হয়ে যায়। শুধু ৪০ রাত মুসা আলাইহিস সালাম দাওয়াহ ইলাল্লাহর কাজ করেননি। আমি এ কথা বুঝে-শুনে বলছি যে, শুধু ৪০ রাত মুসা আলাইহিস সালাম দাওয়াতের আমল করেননি, ৪০ রাত মুসা আলাইহিস সালাম ইবাদতে মগ্ন ছিলেন। এই ৪০ রাতের ভেতর ৫ লক্ষ ৮৮ হাজার বনি ইসরাঈলের সবাই সদলবলে বাছুরের ইবাদতে লিপ্ত হয়ে যায়। তারা এ কথা বলে যে, মুসা আলাইহিস সালাম ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা বাছুরপূজা করতে থাকব। لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ"—'যতক্ষণ পর্যন্ত মুসা আলাইহিস সালাম ফিরে না আসবেন আমরা বাছুরপূজার ওপর স্থির থাকব।'

ওই সময় শুধু ১২ হাজার বনি ইসরাঈল হিদায়াতের ওপর ছিল। অবশিষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ বনি ইসরাঈল বাছুরকে উপাস্য বানিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে তার উপাসনা করতে থাকে'। [বেইলমি কি গুফতগু : ৩। সংকলক : মৌলভি আনিস আহমদ নদভি]

এ কথাগুলোকেই মাওলানা সাদ সাহেব বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শৈলীতে বয়ান করে থাকেন। কখনো সংক্ষেপে, কখনো বিস্তারিত আকারে।

১. হাতুড়াবান্ধার বিশ্বইজতিমায় মাগরিব নামাযের পর মাওলানা এ ঘটনা নকল করেছেন। আমি নিজ কানে তা শুনেছি। সেখানে তিনি উপরিউক্ত বয়ানের সাথে সাথে এ কথাও বলেছেন যে, 'সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্জনে চলে যাওয়া জাতির গুমরাহি ও ধর্মত্যাগের কারণ।' তিনি সেখানে এ কথাও বলেছেন, 'মুসা আলাইহিস সালাম যদিও হযরত হারুন আলাইহিস সালামকে নিজের স্থলাভিষিক্ত ও খলিফা বানিয়ে এসেছিলেন; কিন্তু হযরত হারুন আলাইহিস সালাম তো ছিলেন মন্ত্রী ও অংশিদার। কাজেই মেহনতের সঙ্গে মূল ব্যক্তির অবস্থান করা উচিত। শুধু স্থলাভিষিক্ত থাকা যথেষ্ট নয়। এ কারণেই তার কওম গুমরাহ হয়েছিল।' তিনি দলিল হিসেবে এ আয়াত পড়েছেন—

وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ○ هَارُونَ أَخِي ○ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ○ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ○

'এবং আমার পরিবারবর্গের মধ্য থেকে আমার একজন সাহায্যকারী করে দিন।

আমার ভাই হারুনকে। তার মাধ্যমে আমার কোমর মজবুত করুন। এবং তাকে আমার কাজে অংশীদার করুন।' [সূরা তোয়াহা : ২৯-৩২]

মাওলানার বয়ানের ফলাফল কী দাঁড়াচ্ছে?

মাওলানা সাদ সাহেবের এ ধরনের বয়ান থেকে মানুষ স্পষ্টত বুঝে নিচ্ছে যে,

১. আল্লাহর পথে দাওয়াত ছুটে যাওয়া উম্মতের গুমরাহির নিশ্চিত কারণ।

২. মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যে স্বজাতিকে ছেড়ে একাকী ইবাদতে মশগুল হয়েছিলেন।

৩. মুসা আলাইহিস সালাম স্বজাতিকে সঙ্গে না এনে তাদেরকে রেখে এসেছিলেন এবং ৪০ রাত আত্মনিমগ্ন হয়ে ইবাদত করেছেন। যার কারণে ৫ লক্ষ ৮৮ হাজার বনি ইসরাঈল মুরতাদ হয়ে

যান।

৪. মুসা আলাইহিস সালাম ৪০ রাত আল্লাহর পথে দাওয়াতের মেহনত করেননি। কেননা ওই ৪০ রাতে তিনি নিজেকে জনবিচ্ছিন্ন করে ইবাদত ও আল্লাহর সঙ্গে মুনাজাতে মগ্ন হয়েছিলেন। যার কারণে ওই ব্যাপক গুমরাহির মতো দুর্ঘটনা ঘটে। কাজেই জনবিচ্ছিন্ন হয়ে, নির্জন স্থানে তপস্যা করা উম্মাহর গুমরাহি ও ধর্মত্যাগের মূল কারণ।

৬. শুধু কাউকে প্রতিনিধি বা স্থলাভিষিক্ত বানানো যথেষ্ট নয়। মূল দায়িত্বশীল ব্যক্তিকেই মেহনতের সঙ্গে অবস্থান করতে হবে।

মাওলানার এই জাতীয় বয়ানের যে প্রভাব পড়া স্বাভাবিক এবং এ ধরনের বয়ানের মাধ্যমে উম্মতের যে ধরনের মানসিকতা গড়ে ওঠা স্বাভাবিক, সেটাই হয়েছে। উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলী এ বয়ান থেকে নিজ নিজ মেধা ও উপলব্ধি অনুসারে পূর্ণ প্রভাবিত হয়েছে। এখান থেকে ফিরে তারা ঠিক উপরিউক্ত পদ্ধতিতে কথাগুলো অন্যদের কাছে বয়ান করার কাজ শুরু করে দিয়েছে। এখন তারা প্রকাশ্যে, আল্লাহর মহান নবী হযরত মুসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে অবমাননাকর বয়ান করছে। যেমন, তারা বলছে— মুসা আলাইহিস সালাম ৪০ দিন এই দাওয়াতের মেহনত ছেড়ে দিয়েছিলেন। যার ফলে ৫ লক্ষ ৮৮ হাজার বনি ইসরাঈল মুরতাদ হয়ে গেছে। দাওয়াতের মেহনত এভাবে ছেড়ে দেওয়ার কারণে আল্লাহ তাঁকে সতর্ক করেছেন। জনবিচ্ছিন্ন হয়ে নির্জনে আল্লাহর ইবাদত করার যেই সিস্টেম বিভিন্ন খানকাহে প্রচলিত রয়েছে, সেগুলো হচ্ছে দাওয়াতের মেহনতের পরিপন্থী সিস্টেম। এই সিস্টেমের কারণেই উম্মত গুমরাহ হচ্ছে। এটাই তাদের ধর্মত্যাগের প্রকৃত কারণ। মাওলানার কাছ থেকে এ ধরনের বয়ান শুনে হাজার হাজার, লাখো লাখো মানুষ এ ধরনের বয়ান করার মাধ্যমে সাইয়্যেদুনা মুসা আলাইহিস সালামের শানে অমর্যাদা ও অবমাননা করছে। তার এ বয়ান আল্লাহর মহান নবী মুসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে ঔদ্ধত্য ও অশিষ্টাচার প্রদর্শনের একটি ফটক খুলে দিয়েছে। মাআযাল্লাহ।

মাওলানার এ জাতীয় বয়ানের পরিপ্রেক্ষিতে যে প্রশ্নগুলো উঠে আসে

মাওলানা সাদ সাহেবের বয়ানের এই কথাগুলো কেন্দ্র করে কিছু প্রশ্ন আমাদের সবার সামনে আসছে—

১. বাস্তবেই কি সাইয়্যেদুনা মুসা আলাইহিস সালাম ৪০ দিনের জন্যে দাওয়াতের মেহনত ছেড়ে দিয়েছিলেন? তার এ কাজ কি ভুল ছিল? এ ভুলের কারণে কি এত প্রচুর সংখ্যক বনি ইসরাঈল মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল? আল্লাহ না করুন, বাস্তবেই যদি তিনি এমনটি করে থাকেন তাহলে কি সাইয়্যেদুনা মুসা আলাইহিস সালাম রিসালাতের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ত্রুটি করেছেন?

২. সাইয়্যেদুনা মুসা আলাইহিস সালাম কি অনুপস্থিতির এই দিনগুলোতে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত করেননি? এ কারণে কি তারা গুমরাহ হয়ে যায়?

৩. সাইয়্যেদুনা মুসা আলাইহিস সালাম কর্তৃক আপন ভাই সাইয়্যেদুনা হারুন আলাইহিস সালামকে খলিফা বানানোর পদক্ষেপ কি যথেষ্ট ছিল না? হারুন আলাইহিস সালাম নিজেও তো একজন নবী ছিলেন।

৪. সাইয়্যেদুনা মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার দরবারে মুনাজাত করার জন্যে খানিকটা ত্বরাপ্রবণ হয়ে যে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, সেটা কি ভুল ছিল, না সঠিক?

৫. তিনি ত্বরাপ্রবণতা প্রদর্শন করেছেন কাদের ক্ষেত্রে? তিনি কি বনি ইসরাঈলের কয়েকজন নির্বাচিত ব্যক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আগে চলে গিয়েছিলেন? না-কি আল্লাহ তাঁকে পুরো জাতিকে সঙ্গে আনার নির্দেশ দিয়েছিলেন, আর তিনি তাদেরকে রেখে চলে এসেছিলেন?

৬. সাইয়্যেদুনা মুসা আলাইহিস সালামের এই ত্বরিত পদক্ষেপের ফলে কারা গুমরাহ হয়েছে? কারা মুরতাদ হয়েছে? তিনি পুরো জাতি থেকে নির্বাচিত ৭০ জনের একটি কাফেলার লোকদেরকে পেছনে রেখে এগিয়ে গিয়েছিলেন, তারা গুমরাহ হয়েছিল? না হযরত হারুন আলাইহিস সালামের তত্ত্বাবধানে যেই পুরো জাতিকে রেখে এসেছিলেন, তাদের অধিকাংশ সদস্য গুমরাহ হয়েছিল? অর্থাৎ সাইয়্যেদুনা মুসা আলাইহিস সালামের দাওয়াতত্যাগ বা নির্জনবাসের কারণে যেসব লোকের মুরতাদ হওয়ার দাবি করা হয়েছে, তাদেরকে কি তৎক্ষণাৎ ইসলাহ করার প্রয়াস করা হয়নি? তাদের মাঝে কি তখন দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত করা হয়নি?

৭. সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্জনবাস কি নিন্দিত কাজ? এর কারণে কি উম্মতের মাঝে গুমরাহি ও ধর্মত্যাগের হিড়িক পড়ে? সাদ সাহেবের এ ধরনের বয়ানের কারণে সাধারণ মানুষ কী শিখছে?

এ ধরনের বয়ানের পক্ষে জবাব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা কেন দেখা দিল?

ঘটনা হলো, এই কথাগুলোর বক্তা মাওলানা সাদ সাহেব যখন তার সবগুলো কথা থেকে কোনো ধরনের ব্যাখ্যা ও কারণদর্শানো ব্যতিরেকে উলামায়ে দেওবন্দের ওপর আস্থা জানিয়ে রুজু করেছেন, সেমতে তিনি তার সর্বশেষ প্রেরীত রুজুনামায় লিখেছেন—

"بندہ کو علماء دار العلوم دیوبند پر مکمل اعتماد ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہِ طور پر تشریف لے جانے والے واقعہ میں بندہ اپنے تمام بیانات سے بلاتاویل وتوجیہ رجوع کرتا ہے، اور آئندہ اس کو بیان کرنے سے انشاء اللہ مکمل اجتناب کرنے کا پختہ ارادہ کرتا ہے" فقط والسلام بندہ محمد سعد کاندھلوی

‘অধম দারুল উলূম দেওবন্দের আলেমদের ওপর পূর্ণ আস্থাশীল। হযরত মুসা আলাইহিস সালামের তুর পাহাড়ে গমন সম্পর্কিত ঘটনার ক্ষেত্রে অধম তার সকল বয়ান থেকে কোনো ধরনের ব্যাখ্যা ও কারণদর্শানো ব্যতিরেকে রুজু করছে। ইনশাআল্লাহ, আগামীতে তা বয়ান করা থেকে পরিপূর্ণ বিরত থাকার পোক্ত ইরাদা রয়েছে।

এতটুকুই নিবেদন। আস-সালাম

বান্দা মুহাম্মদ সা‘দ কান্ধলভি’

(নিঃসন্দেহে মাওলানার এই রুজুনামাই যথেষ্ট হতো। তবে শর্ত ছিল, তিনি এই রুজুর সবগুলো হক যদি পূরণ করতেন। অর্থাৎ পরবর্তীকালে যদি এ জাতীয় বয়ান করার কাজ পুরোপুরি বর্জন করতেন এবং ইতোপূর্বে যে বয়ানগুলো করেছেন, সেগুলোর ব্যাপারে বিশ্বইজতিমাগুলোতে যদি প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে রুজুর ঘোষণা জানিয়ে দিতেন এ উদ্দেশ্যে যে, তার মুখ থেকে বের হওয়া যেসব কথা উম্মতের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে, সেগুলো যেন জনসাধারণও বয়ান করা ছেড়ে দেয়। মাওলানার দায়িত্ব ছিল, পরিষ্কার শব্দে তাদেরকে নিষেধ করা যে, আপনারা এ জাতীয় কথা কখনই বয়ান করবেন না। এটি ছিল মাওলানার অনেক বড় যিম্মাদারি।)

মাওলানার সেই বয়ানগুলোর ওপর যেই প্রশ্নগুলো উঠেছিল, উপরিউক্ত রুজুর পর মাওলানার পক্ষ নিয়ে সেই প্রশ্নগুলোর জবাব দেওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু দুঃখজনকভাবে তা ঘটেনি। প্রথমত মাওলানা সেই রুজুর যাবতীয় হক আদায় করেননি। অর্থাৎ তিনি যেমন সেগুলোর সংশোধন ও প্রায়শ্চিত্তের চেষ্টা করেননি, তদ্রূপ তিনি কোনো বড় মজমাতে রুজুর ঘোষণাও দেননি। তিনি যেভাবে জনসাধারণের বৃহৎ উপস্থিতিতে গলত কথাগুলো বলেছিলেন এবং সেই কথাগুলো জনগণের মনে-মগজে বসে গেছে, এখন পর্যন্ত মাওলানার রুজু সেই জনসাধারণের কানে পৌঁছেনি।

দ্বিতীয় দুঃখজনক বিষয় হলো, কয়েকদিন পূর্বে মাযাহিরে উলূম সাহারানপুরের ব্যবস্থাপকের নামে একটি জবাবি বই ছেপে এসেছে। যা মাযাহিরে উলূম সাহারানপুরের কয়েকজন উসতাযুল হাদিস সংকলন করেছেন। নাযিম সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত সেই বইয়ে সাদ সাহেবের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তিগুলোর পক্ষে জবাব লেখা হয়েছে। এই জবাবি বইয়ের মাধ্যমে উম্মতকে; বরং শিক্ষিত শ্রেণিকে এই বার্তা পৌঁছানো হচ্ছে যে, মাওলানা সাদ সাহেব ইউসুফ ও মুসা আলাইহিমুস সালামের ব্যাপারে অতীতে যেসব বয়ান করেছেন এবং বর্তমান করে চলেছেন, সেগুলো বিলকুল সঠিক। প্রতিটি কথার উদ্ধৃতি ও উৎস রয়েছে। কাজেই মুসা ও ইউসুফ আলাইহিমুস সালামকে কেন্দ্র করে তার বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি ও অভিযোগ তোলা হচ্ছে, সেগুলোর প্রতিটির পক্ষে যেহেতু উদ্ধৃতি ও উৎস রয়েছে, কাজেই এখন আর রুজুর প্রয়োজনীয়তা নেই। সম্ভবত মাওলানার পূর্বের রুজু একটি তড়িৎ পদক্ষেপ হিসেবে সম্পন্ন হয়েছিল। এই বিভ্রান্তিকর বার্তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে।

তাদের এই পদক্ষেপের অর্থ দাঁড়াচ্ছে, হযরত মুসা ও ইউসুফ আলাইহিমুস সালামকে অভিযোগের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে মাওলানা সাদ সাহেব যেসব বক্তব্য দিয়েছেন, সেই গলত কথা সম্পর্কে উম্মতকে বোঝানো হচ্ছে যে, এগুলো সত্য ও বাস্তব কথা। মাযাহিরে উলূমের উলামায়ে কেরাম এগুলোর পক্ষে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। অথচ বাস্তবতা হলো, সেই কথাগুলোর প্রতিটি বিলকুল পরিত্যাজ্য, পরিত্যাক্ত ও অগ্রহণযোগ্য। এগুলোর বিপক্ষে পূর্বের উলামায়ে দেওবন্দের স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। এ কারণেই মাওলানা সাদ সাহেবের রুজুর পর হযরত মাওলানা সালমান সাহেব (নাযিম. মাযাহিরে উলূম সাহারানপুর) এর তত্ত্বাবধানে, মাযাহিরে উলূম সাহারানপুরের কিছু উসতায কর্তৃক সংকলিত জবাবি বইটির কারণে বিষয়গুলোর ওপর অধিকতর অনুসন্ধান ও জবাব লেখার প্রয়োজন সামনে চলে এসেছে। আমি প্রত্যেককে অনুরোধ করবে, ইনসাফ, নিষ্ঠা ও প্রজ্ঞার সঙ্গে, মহান আল্লাহকে হাজির-নাযির জেনে আমার কথাগুলো অধ্যয়ন করবেন।

বাস্তবেই কি মুসা আলাইহিস সালাম ৪০ দিন দাওয়াতের মেহনত ত্যাগ করে ভুল করেছেন?

জনাব মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেব বলেছেন—

صرف ۴۰\رات حضرت موسی علیہ السلام نے دعوت الی اللہ کا کام نہیں کیا، میں یہ سمجھ کر کہہ رہاہوں کہ صرف ۴۰\رات موسی علیہ السلام نے دعوت کا عمل نہیں کیا، ۴۰\رات موسی علیہ السلام عبادت میں مشغول رہے، اور اس ۴۰ رات کے عرصہ میں ۵\لاکھ ۸۸\ہزار بنی اسرائیل سب کے سب بچھڑے کی عبادت پر جمع ہوگئے

"শুধু ৪০ রাত মুসা আলাইহিস সালাম দাওয়াহ ইলাল্লাহর কাজ করেননি। আমি এ কথা বুঝে-শুনে বলছি যে, শুধু ৪০ রাত মুসা আলাইহিস সালাম দাওয়াতের আমল করেননি, ৪০ রাত মুসা আলাইহিস সালাম ইবাদতে মগ্ন ছিলেন। এই ৪০ রাতের ভেতর ৫ লক্ষ ৮৮ হাজার বনি ইসরাঈলের সবাই সদলবলে বাছুরের ইবাদতে লিপ্ত হয়ে যায়।"

সাইয়্যেদুনা মুসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে এ মন্তব্য করা যে, "তিনি ৪০ দিন দাওয়াতের মেহনত করেননি।..." নিঃসন্দেহে এটি মুসা আলাইহিস সালামের শানে অনেক বড় ঔদ্ধত্য, শিষ্টাচার লংঘন ও তার বিরুদ্ধে সাংঘাতিক অপবাদ যে, তিনি দাওয়াতের দায়িত্ব জলাঞ্জলি দিয়েছেন।

প্রশ্ন হলো, সাইয়্যেদুনা মুসা আলাইহিস সালাম প্রথমে ৩০ দিনের জন্যে, এরপর আরো ১০ দিন যুক্ত করে ৪০ দিনের জন্যে তুর পাহাড়ে গিয়েছিলেন। এই পুরো মুদ্দতে স্বজাতির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না। মুসা আলাইহিস সালামের পক্ষ থেকে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ পুরোপুরি বন্ধ থাকে। তাহলে এই দীর্ঘ সময় তিনি তুর পাহাড়ে অবস্থান করলেন কার নির্দেশে? এ সম্পর্কে কুরআন কী বলে, তা খোদ কুরআন কারিমের শব্দ থেকেই জেনে নিন। ইরশাদ হয়েছে—

وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. (سورہ اعراف: ۱۴۲)

'আর আমি মূসাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি ত্রিশ রাতের এবং সেগুলোকে পূর্ণ করেছি আরো দশ দ্বারা। বস্তুতঃ এভাবে চল্লিশ রাতের মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেছে।' [সূরা আরাফ : ১৪২]

এ আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যায় হাকিমুল উম্মত হযরত থানভি রহ. 'বয়ানুল কুরআন' গ্রন্থে লিখেছেন—

اور (جب بنی اسرائیل سب پریشانی سے مطمئن ہوگئے تو موسی علیہ السلام سے درخواست کی کہ اب ہم کو کوئی شریعت ملے تو اس پر بفراغ خاطر عمل کریں، موسی علیہ السلام نے حق تعالی سے درخواست کی، حق تعالی اس کا قصہ فرماتے ہیں): کہ ہم نے موسی علیہ السلام سے ۳۰\شب کا وعدہ کیا، (کہ طور پر آکر معتکف ہو، تو تم کو شریعت کی کتاب تورات دی جاوے) اور ۱۰\شب اور ان تیس راتوں کا تتمہ بنادیا، (یعنی تورات دے کر ان میں دس راتیں عبادت کے واسطہ اور بڑھادیں، جس کی وجہ سورہ بقرہ معاملہ سوم میں مذکور ہو چکی ہے) سوان کے پروردگار کا (مقرر کیا ہوا) وقت یہ سب مل کر پورے چالیس شب ہوگیا۔ (بیان القرآن، سورہ اعراف: پ: ۹، رکوع: ۶)

فائدہ: یہ قصہ اس وقت ہوا جب فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کسی مقام پر ٹھہر گئے، تو موسی علیہ السلام سے عرض کیا کہ اب ہم بالکل مطمئن ہوگئے، اگر کوئی شریعت ہمارے لئے مقرر ہو تو اس کو اپنا دستور العمل بنادیں، موسی علیہ السلام کی عرض پر حق تعالی نے وعدہ فرمایا کہ تم کوہِ طور پر آکر ایک مہینہ ہماری عبادت میں

مشغول رہو، ایک کتاب تم کو دیں گے، آپ نے ایسا ہی کیا، اور تورات مل گئی، مگر دس روز اور عبادت میں مشغول رہنے کا اس لئے حکم ہوا کہ موسی علیہ السلام نے ایک ماہ روزہ رکھنے کے بعد افطار فرمالیا تھا، اللہ تعالی کو روزہ دار کے منھ کا رائحہ (جو کہ خلو معدہ کی تبخیر سے پیدا ہو جاتا ہے) پسند ہے، اس لئے موسی علیہ السلام کو حکم ہوا کہ دس روزے اور رکھیں، تاکہ وہ رائحہ پھر پیدا ہو جائے، اس طرح یہ چالیس روز ہو گئے۔ (بیان القرآن، ص ۱۳۱، ج: ۱، سورہ بقرہ، پ: ۱)

"আর (যখন বনি ইসরাঈলের প্রত্যেকে পেরেশানি থেকে নিশ্চিন্ত হল তখন তারা মুসা আলাইহিস সালামের কাছে এ মর্মে আবেদন করল যে, এখন যদি আমরা কোনো শরিয়ত পেতাম তাহলে সবকিছু থেকে আমাদের মন গুটিয়ে এনে তার ওপর আমল করতাম। মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে আবেদন করলেন। আল্লাহ তাআলা সেই ঘটনা জানিয়ে বলেন,) আমি মুসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে ৩০ রাতের অঙ্গীকার করলাম (যে, তুর পাহাড়ে এসে অবস্থান করুন। আপনাকে শরিয়তের কিতাব তাওরাত দেওয়া হবে। সেই ত্রিশ রাতের সঙ্গে আরো দশ বাড়িয়ে পরিপূর্ণ করে দিলাম। (অর্থাৎ তাওরাত দিয়ে ইবাদতের জন্যে সেখানে আরো ১০ রাত বাড়িয়ে দিই। এর কারণ সূরা বাকারার তৃতীয় মুআমালায় উল্লেখ করা হয়েছে।) এভাবে সবগুলো মিলিয়ে তার পরওয়ারদিগারের (নির্ধারিত) সময় পুরো চল্লিশ রাত সম্পন্ন হয়। [বয়ানুল কুরআন, সূরা আরাফ, পারা- ৯, রুকু-৬]

ফায়েদা : এ ঘটনা তখন ঘটে যখন ফেরাউন ডুবে যাওয়ার পর বনি ইসরাইল কোনো এক স্থানে অবস্থান নেয়। তখন তারা মুসা আলাইহিস সালামের কাছে আবেদন করে যে, এখন আমরা সার্বিক নিরাপদ হয়ে গেছি। যদি কোনো শরিয়ত আমাদের জন্যে নির্ধারণ করা হতো তাহলে আমরা তাকে আমাদের সংবিধান বানিয়ে নিতাম। মুসা আলাইহিস সালামের অনুরোধে আল্লাহ তাআলা অঙ্গীকার করলেন যে, আপনি তুর পাহাড়ে এসে এক মাস আমার ইবাদতে মগ্ন হোন। আপনাকে একটি কিতাব দেব। মুসা আলাইহিস সালাম নির্দেশ পালন করলেন। যথারীতি তাওরাত পেলেন। আল্লাহ তাঁকে আরো দশ রাত ইবাদতে মগ্ন হওয়ার নির্দেশ দিলেন এ কারণে যে, মুসা আলাইহিস সালাম এক মাস রোযা রাখার পর ইফতার করেছিলেন। আর আল্লাহ তাআলার কাছে রোযাদার ব্যক্তির মুখের ঘ্রাণ (শূন্য পাকস্থলীর বাস্প থেকে যা সৃষ্টি হয়) প্রিয়। এজন্যে মুসা আলাইহিস সালামকে নির্দেশ করলেন, আরো দশ রোযা রাখুন। যেন আবার সেই ঘ্রাণ সৃষ্টি হয়। এভাবে চল্লিশ রোযা পূর্ণ হলো। [বয়ানুল কুরআন, পৃষ্ঠা- ৩১, খণ্ড- ১, সূরা বাকারা, পারা- ১]

হাকিমুল উম্মত হযরত থানভি রহ. স্বরচিত الترتيب اللطيف في قصة الكليم والحنيف (আত তরতিবুল লতিফ ফি কিসসাতিল কালিম ওয়াল হানিফ) গ্রন্থে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। দেখুন, পৃষ্ঠা- ২৮, ২৯।

এই পুরো তাফসির থেকে বুঝে আসে, হযরত মুসা আলাইহিস সালাম স্রেফ আল্লাহর নির্দেশে তুর পাহাড়ে অবস্থান করতে গিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলাই নির্দেশ করেছেন যে, তিনি যেন চল্লিশ দিন তুর পাহাড়ে অবস্থান করেন। যেহেতু এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে শারঈ নির্দেশ ছিল, কাজেই এ সময়ে তিনি দাওয়াতের কাজ করার জন্যে আদিষ্ট ছিলেন না; বরং তুর পাহাড়ে অবস্থানের জন্যে আদিষ্ট ছিলেন। কল্পনায় যদি ধরেও নিই যে, তিনি এই নির্দেশ অমান্য করে জাতির ভাবনায় পেরেশান হয়ে চল্লিশ দিন পূর্ণ করার পূর্বেই কেন ফিরে এলেন না! এর উত্তর হলো, এমন কাজ করলে তিনি আল্লাহর শারঈ নির্দেশ অমান্য করার কারণে আল্লাহর অবাধ্য হতেন।

তাঁর অনুপস্থিতির দিনগুলোতে স্বজাতির গুমরাহ হওয়াটা ছিল আল্লাহর তাকদিরি ফয়সালা। আল্লাহ

চেয়েছেন, বলেই তারা গুমরাহ হয়েছে। এতে সাইয়্যেদুনা মুসা আলাইহিস সালামের কোনো ত্রুটি বা অবহেলা ছিল না। এ ঘটনার কারণে তাঁকে দাওয়াতত্যাগের অভিযোগে অভিযুক্ত করার কোনো সুযোগ নেই। কেননা ওই সময় তাঁকে যে কাজের জন্যে আদেশ করা হয়েছিল (অর্থাৎ ইতিকাফ ও নির্জনে আল্লাহর সঙ্গে মুনাজাত) তিনি সে কাজেই মগ্ন ছিলেন।

আর বাস্তবতা হলো, তুর পাহাড়ে অবস্থান ও আল্লাহর সঙ্গে একান্তে কথপোকথন— এটি ছিল সাইয়্যেদুনা মুসা আলাইহিস সালামের জন্যে বিশাল নিআমত ও উঁচু পর্যায়ের মিরাজ। প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেরাজগমনের ঘটনা আমরা সবাই জানি। যেভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁকে মেরাজে একান্তে কাছে ডেকে নিয়েছিলেন, বড় বড় নিআমত দান করেছিলেন, তদ্রূপ সাইয়্যেদুনা মুসা আলাইহিস সালামকেও আল্লাহ তাআলা একটি নির্দিষ্ট মুদ্দতের জন্যে ডেকেছিলেন। সেই সাক্ষাতে তাঁকে তিনি অনেক বড় বড় নিআমত দান করেছিলেন। বলুন, নাউযুবিল্লাহ, এখন কি কোনো ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে এ আপত্তি তুলবে যে, তিনি মেরাজে যাওয়ার কারণে একটি নির্দিষ্ট সময় দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত ত্যাগ করেছিলেন?

কল্পনায় ধরে নিলাম, ওই সময়কালে নবিজির দাওয়াত না দেওয়ার কারণে কোনো দ্বীনি ক্ষতি হয়েছিল। বলুন, সেই ক্ষতিকে কেন্দ্র করে রাসূলুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এ আপত্তি তোলার কি সুযোগ রয়েছে যে, তিনি দ্বীনের দাওয়াত ত্যাগ করেছিলেন? এটি কি তাঁর শানে বেয়াদবি হতো না! যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে এ ধরনের অভিযোগ তোলা অনুচিত হয় এবং বিগত শতাব্দীগুলোতে এ ধরনের কথা কেউ না বলে থাকে তাহলে সাইয়্যেদুনা মুসা আলাইহিস সালামকে জড়িয়ে এ ধরনের কথা বলার সুযোগ কোথায়! এ ধরনের কথা বলা যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে অমর্যাদাকর হয়ে থাকে তাহলে একই কথা মুসা আলাইহিস সালামের শানে অমর্যাদাকর কেন নয়! কেননা মুসা আলাইহিস সালাম তখন যা করেছেন, আল্লাহর নির্দেশেই করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর সেই কাজের ওপর কোনো আপত্তি বা নিন্দা তোলেননি। কাজেই যখন আল্লাহর নির্দেশেই তিনি দাওয়াতের মেহনত বন্ধ করে তুর পাহাড়ে অবস্থান করেছিলেন তখন তাঁর এ কাজের ওপর আপত্তি তোলা মূলত আল্লাহ তাআলার ওপর আপত্তি তোলা নয় কি! কখনো কি ভেবেছেন, এ ধরনের ঔদ্ধত্যমূলক বক্তব্যের প্রভাব কত দূর গড়াতে পারে! আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে হিফাযত করুন।

মুসা ﷺ কখনই দাওয়াতের মেহনত ছাড়েননি

মাওলানা দ্বিতীয়ত বলেছেন,

> صرف ۴۰\رات حضرت موسی علیہ السلام نے دعوت الی اللہ کا کام نہیں کیا، میں یہ سمجھ کر کہہ رہاہوں کہ صرف ۴۰\رات موسی علیہ السلام نے دعوت کا عمل نہیں کیا، الخ. اور ہارون علیہ السلام تو محض آپ کے خلیفہ اور نائب ہیں اور آپ کے کام میں شریک تھے، اصل کو ساتھ ہونا چاہئے، نائب کا ہونا کافی نہیں، وغیرہ وغیرہ
>
> ‘শুধু ৪০ রাত মুসা আলাইহিস সালাম দাওয়াহ ইলাল্লাহর কাজ করেননি। আমি এ কথা বুঝে-শুনে বলছি যে, শুধু ৪০ রাত মুসা আলাইহিস সালাম দাওয়াতের আমল করেননি।...”
>
> “হযরত হারুন আলাইহিস সালাম তো ছিলেন মন্ত্রী ও অংশিদার। কাজেই মেহনতের সঙ্গে মূল দায়িত্বশীলের অবস্থান করা উচিত। শুধু স্থলাভিষিক্ত থাকা যথেষ্ট নয়।...’ ইত্যাদি...

এ ধরনের বক্তব্যও একজন জলিলুল কদর (উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন নবি) এর শানে চরম ঔদ্ধত্য ও নিকৃষ্ট অশিষ্টাচারমূলক বক্তব্য। আল্লাহ তাআলা এমন বোধ থেকে উম্মতকে নিরাপদ রাখুন।

এই সরল সত্য ও সুস্পষ্ট কথা প্রত্যেকেই অনায়াসে বুঝবে যে, দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত যেভানে নিজে গিয়ে সরাসরি দেওয়া যায়। তদ্রূপ কাউকে নিজের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি ও স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে তার মাধ্যমেও দেওয়া যায়। অর্থাৎ কখনো নিজে দেওয়া যায়, কখনো কারো মাধ্যমে বা কাউকে দায়িত্ব দিয়ে দাওয়াত দেওয়া যায়। আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম দু’ভাবেই দাওয়াত দিয়েছেন। কুরআন ও হাদিসে তাঁদের জীবনে এই উভয় ধরনের দাওয়াতের ইতিহাস প্রমাণিত। যেমন,

১.

সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুআয ইবনে জাবাল রদি.কে ইয়ামানে তাঁর নায়েব বানিয়ে প্রেরণ করেন। ওই সময় বলেছিলেন, ‘মুআয, তুমি আহলে কিতাবদের কাছে দাঈ হয়ে যাচ্ছো। তোমার দাওয়াতের পদ্ধতি হবে এমন যে, প্রথমে তুমি তাদেরকে তাওহিদ ও রিসালাতের দাওয়াত দেবে। এরপর অন্য দাওয়াত দেবে। বর্ণনায় এসেছে—

> عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا إلى اليمن فقال إنك تاتى قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إلٰه إلا الله وأنى رسول الله فان هم اطاعوا لذلك الخ. (ترمذى شريف، ابواب الزكوة، باب ماجاء في كراهية اخذ خيار المال، ص : ١٣٦، ج : ١)
>
> ‘সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুআয ইবনে জাবাল রদি.কে যখন ইয়ামান অভিমুখে প্রেরণ করেন তখন বলেন, তুমি এমন একটি জাতির কাছে যাচ্ছো, যারা আহলে কিতাব। তুমি তাদেরকে সর্বপ্রথম এ দাওয়াত দেবে যে, আসুন সাক্ষ্য দিই- আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, আর আমি আল্লাহর রাসূল। তারা যদি তোমার এ নির্দেশ মান্য করে...’ [তিরমিযি শরিফ, আবওয়াবুয যাকাত, বাবু মা জাআ ফি কারাহিয়্যাতি আখযি খিয়ারিল মাল, পৃষ্ঠা : ১৩৬, খণ্ড : ১]

২.

সাইয়্যেদুনা আনাস রাদি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে একবার গাঁয়ে বসবাসকারী জনৈক সাহাবি এলেন। কাছে এসে নিবেদন করলেন, হে মুহাম্মদ, আপনার প্রতিনিধি আমাদের কাছে এসেছে। সে আমাদেরকে এ বার্তা দিয়েছে যে, আপনি আল্লাহর রাসূল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বলেন, সে যথার্থ বলেছে। এভাবে ওই সাহাবি একে একে অনেকগুলো বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল যে, আপনার প্রতিনিধি এই এই কথা বলেছে।... রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রতিটি কথা সমর্থন করেছিলেন। বর্ণনায় এসেছে,

> عن انس رضى الله عنه جاء رجل من أهل البادية فقال : يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك قال : صدق ، قال ... الخ. (مسلم شريف باب السوال عن اركان الاسلام ص : ٣١، ج : ١، ترمذى شريف ابواب الزكوة، ص : ١٣٤، ج : ١)
>
> 'সাইয়্যেদুনা আনাস রাদি. বলেন, গ্রাম থেকে এক লোক এসে বলল, হে মুহাম্মদ, আমাদের কাছে আপনার দূত এসেছে। সে বিশ্বাস করে, আল্লাহ আপনাকে রাসূল বানিয়ে প্রেরণ করেছেন। উত্তরে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সে সত্য বলেছে।' [মুসলিম শরিফ, বাবুস সুওয়ালি আন আরাকানিল ইসলাম, পৃষ্ঠা : ৩১, খণ্ড : ১। তিরমিযি শরিফ, আবওয়াবুয যাকাত, পৃষ্ঠা : ১৩৪, খণ্ড : ১]

৩.

বুখারি ও মুসলিম শরিফের বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত দিহইয়া কালবি (Dihyah Kalbi) নামের এক সাহাবির মাধ্যমে সম্রাট হিরাক্লিয়ার্সের কাছে তাঁর দাওয়াতি চিঠি পাঠিয়েছিলেন।

> دحية صحابي جليل... بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سنة ست بعد أن رجع من حديبية لكتابه إلى هرقل. (فتح البارى ، ص : ٥١، ج : ١)
>
> 'হযরত দিহইয়া কালবি রদি. ছিলেন অনেক বড় সাহাবি।... নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ষষ্ঠ হিজরির শেষ দিকে হুদায়বিয়া থেকে ফিরে এসে তাঁকে নিজ চিঠি সহকারে হিরাক্লিয়ার্সের কাছে প্রেরণ করেন।' [ফতহুল বারি, পৃষ্ঠা : ৫১, খণ্ড : ১]

৪.

তদ্রূপ বেশ কিছু আহকাম ও মাসআলার ক্ষেত্রেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কোনো সাহাবিকে পাঠিয়ে দিয়ে বলতেন যে, অমুক স্থানে গিয়ে অমুক মাসআলার প্রচার করে এসো। যেমন, একবার কয়েকজন সাহাবিকে এ নির্দেশ দিয়ে পাঠান যে, মদিনা শরিফের অলি-গলি ও মহল্লাগুলোতে গিয়ে ঘোষণা দাও, মুহাররমের দশ তারিখে রোযা রাখুন। [মুসলিম শরিফ, কিতাবুস সিয়াম, পৃষ্ঠা : ৩৫৯, খণ্ড : ১। সালামাহ ইবনুল আকওয়া রাদি. থেকে বর্ণিত।]

৫.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে যখন আবদুল কয়সের প্রতিনিধি দল আগমন করে তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বিভিন্ন আহকাম অবহিত করেন। সবশেষে বলেন—

> "اخبروا به من ورائهن"
>
> 'যারা এখানে আসতে পারেনি কথাগুলো তাদের কাছেও পৌঁছাবে।' [মুসলিম শরিফ, কিতাবুল ঈমান, পৃষ্ঠা : ৩৫, খণ্ড : ১]

তাহলে প্রশ্ন ওঠে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের প্রতিনিধি বানিয়ে হযরত মুআয রাদি. ও অপরাপর সাহাবিকে দাওয়াতি কাজে পাঠিয়েছেন। তারা সেই দাওয়াত সেখানে পৌঁছে দিয়েছেন। তাহলে এগুলো কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে দাওয়াত হয়নি? সাইয়্যেদুনা মুআয ইবনে জাবাল রাদি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধি হয়ে ইয়ামান গিয়েছিলেন। তাহলে কি সেখানে নবিজির দাওয়াত পৌঁছেনি? হযরত মুআয রাদি. এর এই দাওয়াতকে কি নবিজির দাওয়াত বলা হবে না? নিঃসন্দেহে বলা হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই তাঁকে নিজের প্রতিনিধি বানিয়ে, নিজের দাওয়াতের দায়িত্ব হাতে তুলে দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। নয়তো এ কথা বলতে হবে যে, নাউযুবিল্লাহ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক জায়গায়, অনেক অঞ্চলে দাওয়াত পৌঁছাননি। নবিজির প্রতিনিধির দাওয়াত যে খোদ নবিজিরই দাওয়াত, এ কথার ওপর সমস্ত উলামায়ে কেরাম একমত।

কাজেই যখন এ কথা প্রমাণিত হলো যে, আসলের পক্ষ থেকে প্রতিনিধির দাওয়াত দেওয়াটা খোদ মূল ব্যক্তির দাওয়াত দেওয়ার নামান্তর। তাহলে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে কীভাবে এ মন্তব্য করা হচ্ছে যে, 'তিনি চল্লিশ দিন দাওয়াতের মেহনত করেননি এবং এর কারণে ৫ লক্ষ ৮৮ হাজার বনি ইসরাইল মুরতাদ হয়েছিল।' এ কথা কখনই সঠিক হতে পারে না। কেননা ওই নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে সাইয়্যেদুনা মুসা আলাইহিস সালাম আপন ভাই হযরত হারুন আলাইহিস সালামকে নিজের খলিফা ও স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছিলেন। মুসা আলাইহিস সালামের অনুপস্থিতিতে হারুন আলাইহিস সালাম দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত জোরদার তরিকায় চালিয়ে গিয়েছিলেন; কিন্তু বনি ইসরাঈল তার আনুগত্য করেনি।

এ দু'টি কথা অর্থাৎ মুসা আলাইহিস সালাম হারুন আলাইহিস সালামকে নিজের প্রতিনিধি, স্থলাভিষিক্ত ও খলিফা বানিয়েছিলেন এবং হারুন আলাইহিস সালাম পূর্ণ শক্তিমত্তার সঙ্গে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত আঞ্জাম দিয়ে গেছেন, এ দুটি কথা নসসে কতঈ তথা অকাট্য শরঈ ভাষ্য দ্বারা প্রমাণিত। কেউ যদি এ দুটি কথা অস্বীকার করে তাহলে সেটা নসসে কতঈর অস্বীকার হবে। এর বিপরীত বলা খোদ কুরআনের বিপরীত বলা হবে।

উপরন্তু গবেষকদের সুস্পষ্ট অভিমত হলো, খোদ সাইয়্যেদুনা হারুন আলাইহিস সালামও একজন নবী ছিলেন। যার ফলে তিনিও দাওয়াতের ময়দানে মূল যিম্মাদার ছিলেন। মুসা আলাইহিস সালাম কর্তৃক তাকে স্থলাভিষিক্ত বানানোটা স্রেফ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে ছিল, যেমনটি সাধারণত সরকার ব্যবস্থায় হয়ে থাকে। বিষয়টি কুরআন কারিমের নিম্নে উপস্থাপিত আয়াতসমূহ থেকেও বুঝে আসে—

১. সূরা তোয়াহার ৪৭ নম্বর আয়াতে এসেছে—

فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ. (سوره طه ، : ٤٧)

'অতএব তোমরা তার কাছে যাও এবং বল— আমরা উভয়েই তোমার পালনকর্তার প্রেরিত রাসূল।' [পারা : ১৯]

২. সূরা শুআরার ১৬ নম্বর আয়াতে এসেছে—

فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (سورة الشعراء : ١٦)

'অতএব তোমরা ফেরআউনের কাছে যাও এবং বলো, আমরা বিশ্বজগতের পালনকর্তার রাসূল।' [পারা : ১৯]

একই কথা আল্লামা ইবনে কাসির রহ. সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন—

فهارون عليه السلام نبي شريف كريم على الله له وجاهة وجلالة . (ابن كثير، ص : ٢٤٣، ج

(২:

‘হারুন আলাইহিস সালাম ছিলেন একজন মহান অভিজাত নবী। মহান আল্লাহর দরবারে তিনি উচ্চ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন।’ [তাফসিরে ইবনে কাসির, পৃষ্ঠা : ২৪৩, খণ্ড : ২]

এ কারণেই হযরত হাকিমুল উম্মত থানভি রহ. লিখেছেন,

موسی علیہ السلام کا "أُخْلُفْنِيْ" فرمانا اس بناء پر ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام صرف نبی تھے، حاکم اور سلطان نہ تھے، اس صفت میں خلیفہ بنانا مقصود ہے، استخلاف فی النبوۃ مقصود نہیں۔ (بیان القرآن، سورہ اعراف، پ: ۹)

“মুসা আলাইহিস সালাম কর্তৃক "أُخْلُفْنِيْ" বলার কারণ হলো, হারুন আলাইহি সালাম শুধু নবী ছিলেন; শাসক বা সুলতান ছিলেন না। কাজেই প্রাশাসনিক কাজে স্থলাভিষিক্ত বানানো উদ্দেশ্য ছিল, নবুওয়াতের কাজে স্থলাভিষিক্ততা উদ্দেশ্য ছিল না।” [বয়ানুল কুরআন, পৃষ্ঠা : ১৪১, খণ্ড : ৪, সূরা আরাফ, পারা : ৯]

মুসা ﷺ কর্তৃক হারুন ﷺ-কে স্থলাভিষিক্ত বানানো এবং হারুন ﷺ এর অব্যাহতভাবে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যাওয়া খোদ কুরআন কারিম থেকে প্রমাণিত

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَقَالَ مُوسَى لأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلاَ تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ

(سورة الأعراف :١٤٢)

‘আর হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) তাঁর ভাই হারুনকে বললেন, আমার সম্প্রদায়ে তুমি আমার প্রতিনিধি হিসাবে থাকো। তাদের সংশোধন করতে থাকো আর হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের পথে চলো না।’ [সূরা আরাফ : ১৪২। পারা : ৯]

হযরত থানভি রহ. এ আয়াতের তাফসিরে লিখেছেন,

ترجمه وتفسير : اور موسی علیہ السلام کوہِ طور کو آنے لگے تو چلتے وقت انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ ذرا میرے بعد ان لوگوں کا انتظام رکھنا، اور ان کی اصلاح کرتے رہنا، اور بد نظم لوگوں کی رائے پر عمل مت کرنا۔ (بیان القرآن، سورہ اعراف، پ: ۹)

‘মুসা আলাইহিস সালাম যখন তুর পাহাড়ে গমন করতে প্রস্তুত হন তখন তিনি রওয়ানা হওয়ার সময় নিজ ভাই হযরত হারুন আলাইহিস সালামকে বলেছিলেন, আমার অনুপস্থিতিতে ওদের দেখাশুনা করবে। ওদের পরিশুদ্ধতার কাজ চালিয়ে যাবে। আর বিশৃঙ্খল লোকদের কথামত কাজ করবে না।’ [বয়ানুল কুরআন, সূরা আরাফ, পারা : ৯]

মুফাসসিরে কুরআন আল্লামা ইবনে কাসির রহ. লিখেছেন—

وقد كان هارون عليه السلام نهاهم عن هذا الصنيع الفظيع أشد النهى ، وزخرهم عنه أتم الزجر ..... أنه نهاهم وزجرهم عن ذلك فلم يطيعوه ولم يتبعوه . (قصص الانبياء لابن كثير ، ص : ٣٦٩)

‘সাইয়্যেদুনা হারুন আলাইহিস সালাম তাদেরকে এই নিকৃষ্ট কাজ থেকে কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছিলেন। তাদেরকে তিনি তীব্রতার সঙ্গে তিরস্কার করেছিলেন.... তাঁর এমন

নিষেধ ও তিরস্কার সত্ত্বেও তারা তার কথা শোনেনি; বরং তারা তাঁর নির্দেশ অমান্য করেছে।' [কাসাসুল আমবিয়া লিবনি কাসির : ৩৬৯]

হাকিমুল উম্মত হযরত থানভি রহ. স্বরচিত الترتيب اللطيف في قصة الكليم والحنيف (আত তরতিবুল লতিফ ফি কিসসাতিল কালিম ওয়াল হানিফ) গ্রন্থে সেই ইতিহাস সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানি রহ. এ আয়াতের তাফসিরে লিখেছেন,

"یعنی میری غیبت میں میرے حصہ کے کام بھی تم ہی کرو، گویا حکومت وریاست کے جو اختیارات موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مخصوص تھے، وہ ہارون علیہ السلام کو تفویض کردیئے گئے اور چونکہ بنی اسرائیل کی تلون مزاجی اور سست اعتقادی کا پورا تجربہ رکھتے تھے، اس لئے بڑی تصریح وتاکید سے ہارون علیہ السلام کو متنبہ کردیا کہ اگر میرے پیچھے یہ لوگ کچھ گڑبڑ مچائیں تو تم اصلاح کرنا، اور میرے طریق کار پر پابند رہنا، مفسد پردازوں کی راہ پر مت چلنا" (تفسیر عثمانی سورہ اعراف، پ۹)

অর্থাৎ আমার অনুপস্থিতিতে আমার অংশের দায়িত্বও তুমিই পালন করবে। এর অর্থ হচ্ছে, প্রশাসন ও পরিচালনার যেই দায়িত্ব মুসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে বিশেষায়িত ছিল, তা তিনি হারুন আলাইহিস সালামের হাতে ন্যস্ত করেছিলেন। যেহেতু বনি ইসরাইলের অস্থির মানসিকতা ও শ্লথ ধর্মীয় অনুভূতির ব্যাপারে মুসা আলাইহিস সালামের পূর্ণ অভিজ্ঞতা ছিল। এজন্যে তিনি সুস্পষ্টভাবে, তাগাদা দিয়ে হারুন আলাইহিস সালামকে সতর্ক করে দেন যে, আমার প্রস্থানের পর এরা যদি বিশৃঙ্খলা করে তাহলে তুমি তাদের সংশোধন করবে। পূর্ণ নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে আমার কর্মপন্থা চালিয়ে যাবে। বিশৃঙ্খল পটিয়সীদের অভিমতের প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ করবে না। [তাফসিরে উসমানি, সূরা আরাফ, পারা : ৯]

মোটকথা, সাইয়্যেদুনা হারুন আলাইহিস সালাম তাঁর নবুওয়াতওয়ালা মেহনত ও মুসা আলাইহিস সালামের প্রতিনিধিত্বের চাহিদার সার্থক প্রতিফলন ঘটিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে বনি ইসরাইলের মাঝে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত চালিয়ে যান। তিনি যে তাদের মাঝে দাওয়াত ও তাবলীগের আমল অব্যাহত রেখেছিলেন এবং বনি ইসরাইলকে বাছুরের পূজা করতে নিষেধ করেছেন, সে কথা আল্লাহ তাআলা নিজেই বয়ান করেছেন। ইরশাদ হয়েছে—

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي (سورة طه : ٩٠)

'হারুন তাদেরকে পুর্বেই বলেছিলেন— হে আমার কওম, তোমরা তো এই গো-বৎস দ্বারা পরীক্ষায় নিপতিত হয়েছ এবং তোমাদের পালনকর্তা দয়াময়। অতএব, তোমরা আমার অনুসরণ কোরো এবং আমার আদেশ মেনে চলো। [সূরা তোয়াহা : ৯০]

হযরত থানভি রহ. এ আয়াতে তাফসিরে লিখেছেন—

ترجمہ وتفسیر : اور ان لوگوں سے ہارون علیہ السلام نے (حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوٹنے سے) پہلے بھی کہا تھا کہ اے میری قوم! تم اس (گوسالہ) کے سبب گمراہی میں پھنس گئے ہو، اور تمہارا رب حقیقی رحمٰن ہے (نہ کہ یہ گوسالہ) سو تم میری راہ پر چلو، اور میرا کہنا مانو (یعنی میرے قول وفعل کی اقتداء کرو) انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس واپس ہو کر آئیں اسی کی عبادت پر برابر جمے رہیں گے (غرض ہارون علیہ السلام کا کہنا نہیں مانا تھا یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام بھی آگئے) (بیان القرآن سورہ طہ، پ: ۱۶)

'আর ওই লোকদেরকে হারুন আলাইহিস সালাম (হযরত মুসা আলাইহিস সালামের ফিরে

আসার) পূর্বেও বলেছিলেন— হে আমার জাতি, তোমরা এই (গোশাবক) এর কারণে বিভ্রান্তির মাঝে ফেঁসে গেছো। তোমাদের প্রকৃত রব রহমান (এই গোশাবক নয়)। কাজেই তোমরা আমার পথে চলো ও আমার কথা মানো (অর্থাৎ আমার কথা ও কাজের অনুসরণ কোরো)। তারা উত্তর দিলো, 'মুসা আলাইহিস সালামের ফিরে আসা পর্যন্ত আমরা এর উপাসনার ওপর অবিচল থাকবো। (মোটকথা তারা হারুন আলাইহিস সালামের কথা শুনল না। অবশেষে মুসা আলাইহিস সালাম চলে এলেন)। [বয়ানুল কুরআন, সুরা তোয়াহা, পারা : ১৬]

মুফাসসিরে কুরআন আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানি রহ. লিখেছেন—

"بنی اسرائیل نے گوسالہ پرستی شروع کردی، مگر حضرت ہارون علیہ السلام نے موجودہ بائبل نویسوں کے علی الرغم يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي کہہ کر ان کی گمراہی اور اپنی بیزاری کا صاف اعلان کردیا، اور وصیت موسوی کے موافق اصلاح حال کی امکانی کوشش کی۔ (تفسیر عثمانی، ص : ۲۲۲، پ : ۹، سورہ اعراف)

বনি ইসরাইল গোশাবকের পূজা শুরু করে দিল। কিন্তু হারুন আলাইহিস সালাম বর্তমান বাইবেলের সংকলকদের বিপরীতে يَاقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي বলে তাদের গুমরাহির ওপর নিজ অসন্তুষ্টির কথা পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিলেন এবং মুসা আলাইহিস সালামের অসিয়ত মেনে তাদের অবস্থার সংশোধনের সম্ভাব্য সব চেষ্টা ব্যয় করলেন। [তাফসিরে উসমানি, পৃষ্ঠা : ২২২, পারা : ৯, সূরা আরাফ]

এই পুরো তাফসির সামনে রাখলে যে কোনো ব্যক্তি খুব সহজে এ সিদ্ধান্ত নিতে পারবে যে, সাইয়্যেদুনা মুসা আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে চল্লিশ দিন দাওয়াতের আমল মেহনত ছেড়ে রাখার অভিযোগ সঠিক নয়। কেননা মুসা আলাইহিস সালামের পক্ষ থেকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত ও খলিফা হিসেবে সাইয়্যেদুনা হারুন আলাইহিস সালাম নিজেই উম্মতের মাঝে বিদ্যমান ছিলেন। উপরন্তু তিনি নিজেও একজন নবী। যদি খলিফা ও স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির দাওয়াত দেওয়াটা মূল দায়িত্বশীলের পক্ষ থেকে দাওয়াতের পরিপূরক ও সম্পূরক হয়ে থাকে তাহলে যেহেতু হযরত মুসা আলাইহিস সালামের অসিয়ত ও হিদায়াত অনুসারে, তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে হযরত হারুন আলাইহিস সালাম দাওয়াতের আমল চালিয়েছেন, কাজেই তাঁর দাওয়াত অবশ্যই মুসা আলাইহিস সালামের দাওয়াতেরই প্রতিনিধিত্বশীল দাওয়াত বিবেচিত হবে।

যদি কেউ এ দাবী তোলে যে, প্রতিনিধি ও স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির দাওয়াত যথেষ্ট নয় এবং মুসা আলাইহিস সালামের এ পদক্ষেপ আপত্তিকর তাহলে তাকে আমরা বিনয়ের সঙ্গে প্রশ্ন করব— নাউযুবিল্লাহ, আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন সাহাবিকে নিজের প্রতিনিধি ও স্থলাভিষিক্ত করে পাঠিয়েছিলেন, তাঁর এই পদক্ষেপও কি তাহলে আপনার দৃষ্টিতে আপত্তিকর? এই প্রতিনিধিত্বকেও কি আপনি যথেষ্ট নয়, বলবেন! নিশ্চয়ই বলবেন না। তাহলে সাদ সাহেবের এ কথাটি কীভাবে শুদ্ধ হয় যে, 'হারুন আলাইহিস সালাম তো স্রেফ মন্ত্রী, প্রতিনিধি ও অংশিদার ছিলেন। মেহনতের সঙ্গে মূল যিম্মাদারের থাকা উচিত ছিল। স্রেফ প্রতিনিধির উপস্থিতি যথেষ্ট নয়।' তিনি কীভাবে তার এ অভিমতের পক্ষে এ আয়াত দিচ্ছেন যে—

وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ○ هَارُونَ أَخِي ○ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ○ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي.

(سوره طه ، پ : ١٦)

'এবং আমার পরিবারবর্গের মধ্য থেকে আমার একজন সাহায্যকারী করে দিন।

আমার ভাই হারুনকে। তার মাধ্যমে আমার কোমর মজবুত করুন। এবং তাকে আমার কাজে অংশীদার করুন।' [সূরা তোয়াহা : ২৯-৩২]

অথচ আল্লাহ তাআলা হযরত হারুন আলাইহিস সালামকে মুসা আলাইহিস সালামের নবুওয়াতের আমলে শরিক বানিয়েছিলেন। সে কথা তিনি এ আয়াতে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে—

اذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ۞ اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۞ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ۞ (سوره طه : ٤٢-٤٤)

'তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনাবলীসহ যাও এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করো না। তোমরা উভয়ে ফেরআউনের কাছে যাও সে খুব উদ্ধত হয়ে গেছে।

অতপর তোমরা তাকে নম্র কথা বলো, হয়তো সে চিন্তা-ভাবনা করবে অথবা ভীত হবে।" [সূরা তোয়াহা : ৪২-৪৪, পারা : ১৬]

সারকথা হলো, হযরত মুসা আলাইহিস সালামের তুর পাহাড়ে যাওয়া এবং হারুন আলাইহিস সালামকে নিজের স্থলাভিষিক্ত বানানো— এ কাজগুলো আল্লাহ তাআলার নির্দেশেই হয়েছে। আল্লাহ এ পদক্ষেপের ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন। কাজেই এ নিয়ে কোনো বান্দার এ আপত্তি তোলার সুযোগ নেই যে, সে ওই পদক্ষেপের বিরোধিতা করে এ আপত্তি তুলবে যে, মূল যিম্মাদারের অবস্থান করা দরকার ছিল। স্রেফ উযির ও নায়েবের উপস্থিতি যথেষ্ট নয়।

আল্লামা ইবনে কাসির রহ. 'কাসাসুল আমবিয়া' গ্রন্থে লিখেছেন—

فلما عزم على الذهاب استخلف على شعب بني إسرائيل أخاه هارون المحبب المبجل الجليل وهو ابن أمه وأبيه ووزيره في الدعوة إلى مصطفيه فوصاه وأمره. (قصص الأنبياء ، ص : ٣٥١)

'মুসা আলাইহিস সালাম যখন যাওয়ার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলেন তখন তিনি বনু ইসরাইল জাতির তত্ত্বাবধানের জন্যে ভাই হারুনকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করলেন। তাকে তিনি খুব বেশি ভালোবাসতেন। প্রচুর সম্মান করতেন। তিনি নিজেও উঁচু স্তরের একজন নবী ছিলেন। আত্মীয়তার সূত্রে পরস্পরে ভাই ছিলেন। দাওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতেন। মুসা আলাইহিস সালাম তখন তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দিয়ে দায়িত্বভার অর্পণ করেন।' [কাসাসুল আমবিয়া : ৩৫১]

বাস্তবতা হলো, মাওলানা সাদ সাহেব যেভাবে নিচের মন্তব্যটি করেছেন যে,

دعوت کا چھوٹ جانا امت کا گمراہی کا یقینی سبب ہے، حضرت موسی علیہ السلام نے چالیس رات تک دعوت کا عمل نہیں کیا جس کے نتیجہ میں پانچ لاکھ اٹھاسی ہزار بنی اسرائیل مرتد ہو گئے. الخ

'দাওয়াত ছুটে যাওয়া উম্মতের গুমরাহির নিশ্চিত কারণ। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম চল্লিশ রাত দাওয়াতের আমল করেননি, যার পরিণতিতে পাঁচ লক্ষ আটাশি হাজার বনি ইসরাইল মুরতাদ হয়ে যায়।'...

তার এ কথার কারণে অনিবার্যভাবে খোদ আল্লাহ তাআলার ওপর, হযরত মুসা আলাইহিস সালামের ওপর, এমনকি আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর আপত্তি ওঠে। মাওলানার এ জাতীয় কথা ও দাবি নিঃসন্দেহে কুরআন কারিমের সঙ্গেও সাংঘর্ষিক। এ ধরনের কথা থেকে তাওবা করতে হবে।

আল্লাহ তাআলার ওপর আপত্তি হয় এভাবে যে, হযরত মুসা আলাইহিস সালাম হযরত হারুন আলাইহিস সালামকে নিজের খলিফা বানিয়েছিলেন আল্লাহর নির্দেশে। এখন যদি কেউ এ কথা বলে যে, 'মূল যিম্মাদারের অবস্থান করা দরকার ছিল; উযির ও নায়েবের উপস্থিতি যথেষ্ট নয়' তাহলে এ মন্তব্য মূলত আল্লাহ তাআলার ওপর আপত্তি।

হযরত মুসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে অমর্যাদা হয় এভাবে যে, তিনি তাঁর বিরুদ্ধে দাওয়াতের আমল ছেড়ে দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন। অথচ বাস্তবতা হলো, তিনি এই দাওয়াতের আমল সচল রাখার জন্যে হারুন আলাইহিস সালামকে নিজের খলিফা ও স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি সরাসরি উম্মতের মাঝে দাওয়াতের আমল আঞ্জাম দিয়েছেন। কাজেই হারুন আলাইহিস সালামের দাওয়াত মুসা আলাইহিস সালামেরই দাওয়াত মনে করা হবে। এতদসত্ত্বেও দাওয়াতের আমল ছেড়ে দেওয়ার অভিযোগ তোলার মাধ্যমে মুসা আলাইহিস সালামের অমর্যাদা করা হলো।

আর হযরত হারুন আলাইহিস সালামের অমর্যাদা ও বেয়াদবি হয় এভাবে যে, তিনি একজন মহান নবী ছিলেন। সত্যের ওপর প্রত্যয়ী নবী ছিলেন। এখন তাঁর উপস্থিতি ও কার্যক্রম সত্ত্বেও কেউ যদি এ অভিযোগ তোলে যে, এ সময় দাওয়াতের আমল হয়নি, তাহলে তা তাঁর প্রতি দাওয়াত ত্যাগের অপবাদ হচ্ছে।

আর এই সবগুলো বিষয়, অর্থাৎ হযরত মুসা আলাইহিস সালামের তুর পাহাড়ে যাওয়া, মুসা আলাইহিস সালাম কর্তৃক হারুন আলাইহিস সালামকে নিজেরে খলিফা বানানো এবং হারুন আলাইহিস সালামের দাওয়াতের মেহনত চালিয়ে যাওয়া— এই সবগুলো বিষয় যেহেতু কুরআন কারিমের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত, কাজেই এই বিষয়গুলো অস্বীকার করার মাধ্যমে মাওলানা সাদ সাহেব খোদ কুরআন কারিমের বক্তব্যকেই অস্বীকার করলেন, বা কুরআনের বিপরীত বক্তব্য দিলেন।

যদি আমরা তর্কের খাতিরে ধরে নিই যে, প্রতিনিধির মাধ্যমে দাওয়াত দেওয়া বা দাওয়াতের মেহনতের জন্যে কাউকে নিজের প্রতিনিধি ও স্থলাভিষিক্ত ঘোষণা দেওয়া আপত্তিকর বিষয় ও অযথেষ্ট পদক্ষেপ, এবং এ ধরনের কাজ কেউ করলে যদি তার বিরুদ্ধে দাওয়াত ছেড়ে দেওয়ার অভিযোগ তোলা সঠিক, যেমনটি মাওলানা সাদ সাহেব করেছেন, তাহলে নাউযুবিল্লাহ এ অভিযোগ খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধেও ওঠবে। কারণ, তিনি তাঁর জীবনে অজস্রবার এ ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছেন। এ ধরনের ভুল উপলব্ধি, যা মাওলানা সাদ সাহেব বুঝেছেন, তার থেকে আল্লাহ এই উম্মতকে বাঁচিয়ে রাখুন।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তিনি মুসা আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে দাওয়াতত্যাগের অপরাধ প্রমাণিত করার জন্যে দাবি করেছেন, বনি ইসরাইলের পাঁচ লক্ষ আটাশি হাজার লোক গুমরাহ হয়েছিল। অথচ এটি কোনো সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়। স্রেফ ইসরাইলি রেওয়ায়েতে পাওয়া যায়। একজন নবীকে অপরাধীর কাঠগড়ায় তোলার তোড়জোড় হিসেবে ইসরাইলি রেওয়ায়েতের আশ্রয় নেওয়া খুবই বিপদজনক কাজ।

আম্বিয়া ও সাহাবিদের ক্ষেত্রে খুবই সতর্ক শব্দ ব্যবহার করতে হবে, এটাই দেওবন্দের মতাদর্শ

মাওলানা সাদ সাহেব নিজেও বারবার বলেছেন যে, উলামায়ে দেওবন্দের মতাদর্শের ওপর আমাদের সবার দৃঢ়তার সঙ্গে অবস্থান করতে হবে। এ নির্দেশনা তিনি বারবার দিয়েছেন। সেই উলামায়ে দেওবন্দের মতাদর্শ হলো, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ও সাহাবায়ে কেরাম রাদি. এর ক্ষেত্রে খুবই সতর্ক শব্দ ব্যবহার করতে হবে। কারো সঙ্গে যেন বেয়াদবি না হয়, বা কোনো ধরনের অমর্যাদা প্রকাশ না পায়, এর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। কেউ এ ধরনের কাজ করে ফেললে এর ওপর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের হকপন্থী উলামায়ে কেরামের চুপ থাকা সমীচীন হবে না। তাদেরকে অবশই পূর্ণ শক্তিতে তা প্রতিহত করতে হবে। হাকিমুল ইসলাম মাওলানা কারি মুহাম্মদ তাইয়্যেব সাহেব রহ. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের এই মতাদর্শের ব্যাখ্যা করে লিখেছেন,

"اگر اہل سنت والجماعت کے اس مسلک اعتدال پر کسی نے سوءِ ادب سے زبان کھولی، یا سلف صالحین یا ائمہ ہدایت کی شان میں گستاخی کی جراَت کی، یا ان کے تخطیۂ وتغلیط کی راہ اختیار کرلی یا ان کی راہ سے الگ کوئی نئی پگڈنڈی بنائی تو پھر انہوں نے (یعنی علمائے حق وعلمائے دیوبند نے) کبھی خاموشی بھی اختیار نہیں کی، بلکہ متانت آمیز انداز سے مدلل طریق پر مدافعت کی، تو اس کا نام نزاع وتعصب یا حمیتِ جاہلیت نہیں بلکہ دفعِ نزاع وشقاق ہے، جو "جَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ" کی تعمیل ہے"

"যদি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের এই ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানের বিপরীতে কেউ কোনো অমর্যাদাকর কথা বলে কিংবা মহান পূর্বসূরি ও আইম্মাদের শানে কেউ ঔদ্ধত্যের দুঃসাহস দেখায়, কিংবা তাদের কারো ভুল ধরার অপচেষ্টা করে, অথবা তাদের পথ থেকে ভিন্ন কোনো নতুন পথ তৈরি করে তাহলে (হকপন্থী আলেমগণ ও উলামায়ে দেওবন্দ) কখনই নীরব থাকেননি। বরং তারা গভীর দূরদর্শিতার সঙ্গে দলিল সমৃদ্ধ পদ্ধতিতে এর প্রতিবাদ-অপনোদন করেছেন। কেউ যদি তাদের এ কাজকে সাম্প্রদায়িকতা বা জাহেলি সমর্থন দাবি করে তাহলে ভুল হবে। বরং এটি হলো অজ্ঞতাপ্রসূত তর্ক প্রতিহত করার সেই চেষ্টা, যা কুরআন কারিমের নির্দেশ "جَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ" এর সফল বাস্তবায়ন।

তিনি অন্যত্র লিখেছেন,

جو فرقہ ان کے بارے میں (یعنی انبیاء اور صحابہ کے بارے میں) بد گمانی یا بد زبانی یا بے ادبی کا شکار ہے وہی حقانیت سے ہٹا ہوا ہے، کیونکہ شریعت کے باب میں ان کے بارے میں کسی ادنی وغل وفصل کا توہم پورے دین پر سے اعتماد اٹھادینے کے مترادف ہے، اگر وہ بھی معاذ اللہ دین کے بارے میں راہ سے ادھر ادھر ہٹے ہوئے تھے، تو بعد والوں کے لئے راہِ مستقیم پر ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور پوری امت اول سے آخر تک ناقابل اعتبار ہو کر رہ جاتی ہے۔ (علماء دیوبند کا دینی رخ اور مسلکی مزاج، ص: ۱۰۶)

ইতিহাসের যে ফেরকাই তাঁদের ব্যাপারে (অর্থাৎ আম্বিয়া ও সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে) অপধারণা পোষণ করবে, বা কটুক্তি করবে বা বেয়াদবি করবে তারা অবশ্যই হক ও হক্কানিয়াত থেকে বিচ্যুত। কেননা আমরা সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করি যে, শরিয়তের ক্ষেত্রে তাদের শুভ্র আঁচলে যৎসামান্য কালিমা লেপনের অর্থ হলো, পুরো দ্বীন থেকে আস্থা তুলে দেওয়া। যদি মাআযাল্লাহ তারাও দ্বীনের ক্ষেত্রে সঠিক পথ থেকে একটু এদিক-ওদিক সরে

গিয়ে থাকেন তাহলে পরবর্তী সময়ের লোকদের পক্ষে সঠিক পথের ওপর অবিচল থাকা কখনই সম্ভব নয়। এভাবে উম্মতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো পরিবার অগ্রহণযোগ্য হয়ে পড়ে। [উলামায়ে দেওবন্দ কা দ্বীনি রুখ আওর মাসলাকি মিজায : ১০৬]

হাকিমুল ইসলাম রহ. কথাগুলো বলেছেন সাহাবায়ে কেরাম রাদি. সম্পর্কে। সাহাবায়ে কেরামের ক্ষেত্রে দেওবন্দের মতাদর্শ যদি এতোটাই কঠোর হয়ে থাকে তাহলে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের ক্ষেত্রে সেটা কত বেশি কঠোর হবে, তা আপনারাই অনুমান করে নিন।

নিভৃত স্থানে আল্লাহর ইবাদত করার উন্মুক্ত সমালোচনা কখনই সঠিক নয়

মাওলানা সাদ সাহেব সাইয়্যেদুনা মুসা আলাইহিস সালামের উক্ত ঘটনা উল্লেখ করার পর তিনি উপসংহারে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্জনে আল্লাহর ইবাদত করার তীব্র সমালোচনা করেছেন। বলেছেন—

حضرت موسی علیہ السلام حق تعالی سے مناجات کرنے کیلئے خلوت وعزلت میں چلے گئے، جس کی وجہ سے اتنے بنی اسرائیل گمراہ ہوگئے، دعوت کو چھوڑ کر خلوت وعزلت کو اختیار کرنا گمراہی کا سبب ہے.

‘হযরত মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার সঙ্গে নির্জনে কথা বলার জন্যে জনবিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ অবস্থানে চলে গিয়েছিলেন। যার ফলে এত এত বনি ইসরাইল গুমরাহ হয়ে যায়। দাওয়াত ছেড়ে নির্জনতা অবলম্বন ও জনবিচ্ছিন্ন জীবন গ্রহণ করা জাতির গুমরাহির নির্ঘাত কারণ।’

এ মন্তব্য করার পর মাওলানা সাদ সাহেব হযরত মাওলানা যাইনুল আবিদিন সাহেবের একটি ঘটনাও প্রায়সময় নকল করে থাকেন। আমরা ঘটনাটি খোদ মাওলানার মুখনিসৃত শব্দেই তুলে ধরছি,

"مفتی زین العابدین صاحب کو ایک مرتبہ حضرت مولانا الیاس صاحبؒ نے فرمایا: ایک جماعت آرہی ہے اِسے تمہیں لے کر جانا ہے، مرکز نظام الدین پر ابھی جماعت آنے کو تین دن باقی تھے، مفتی صاحب نے عرض کیا کہ ان تین دن میں رائے پور حضرت شاہ عبد القادر صاحب کی خدمت میں حاضری دے کر آجاؤں گا، حضرت مولانا نے اجازت دے دی، وہ تشریف لے گئے، حضرت رائے پوری کی خانقاہ میں اس قدر انوار وبرکات تھے کہ ان کا دل مچل گیا، اور تین دن سے زائد عرصہ ٹھہر گئے، اِدھر مرکز پر جماعت آگئی، حضرت مولانا پریشان ہیں، مفتی صاحب آنہیں رہے ہیں، مولانا نے حضرت شیخ (مولانا محمد زکریا صاحبؒ) کو سہارنپور صورتِ حال لکھی، حضرت شیخ بنفس نفیس رائے پور تشریف لے گئے، اور شیخ نے مفتی صاحب کو خطاب کرتے فرمایا: تم یہاں کہاں اٹک گئے؟ چچا جان پریشان ہیں، اور آپ کے منتظر ہیں، مفتی صاحب نے فرمایا یہاں بہت مزہ آرہاہے، شیخ نے فرمایا: انفرادی اعمال کے پہاڑ اجتماعی اعمال کے ذرات سے بھی چھوٹے ہیں۔

মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস সাহেব রহ. একবার মুফতি যাইনুল আবিদিন সাহেবকে বললেন, ‘একটি জামাত আসছে। আপনি সেই জামাত নিয়ে বের হবেন।’ যেহেতু জামাতটি নিযামুদ্দিন মারকাযে আসতে আরো তিন দিন বাকি ছিল, এজন্যে মুফতি সাহেব নিবেদন করলেন, ‘এ তিন দিন আমি রায়পুরে হযরত শাহ আবদুল কাদের সাহেবের খিদমতে কাটিয়ে আসি।’ ইলয়াস রহ. অনুমতি দিলেন। তিনি চলে গেলেন। হযরত রায়পুরি রহ. এর খানকায় নূর ও বরকতের প্রাচূর্য দেখে মুফতি সাহেবের মনে চাঞ্চল্য শুরু হয়ে গেল। তিন দিন পেরুনোর পরও তিনি রায়পুরে অবস্থান করতে লাগলেন। ওদিকে জামাত চলে এলো। ইলয়াস রহ. পেরেশান। মুফতি সাহেব আসছেন না। তখন তিনি শায়খুল হাদিস

যাকারিয়া রহ.কে পুরো চালচিত্র জানিয়ে সাহারানপুরে চিঠি লিখলেন। হযরত শায়খ রহ. নিজেই তখন সাহারানপুর থেকে রায়পুরে চলে গেলেন। মুফতি সাহেবকে সম্বোধন করে বললেন, 'আপনি এখানে কোথায় আটকে গেলেন! আপনার জন্যে চাচাজান পেরেশান! আপনার অপেক্ষা করছেন। মুফতি সাহেব বললেন, 'এখানে অসাধারণ স্বাদ অনুভব করছি।' শায়খ তখন বললেন, 'ইনফিরাদি (একাকী নিষ্পন্ন) আমলের পাহাড় ইজতিমায়ি (সম্মিলিতভাবে সম্পন্ন) আমলের ছোট ছোট দানা থেকেও ক্ষুদ্র'।

এ ঘটনা নকল করার পর মাওলানা লিখেছেন,

مجھے غم ہے ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ چھ نمبر میں پورا دین نہیں ہے، جو ایسا کہتا ہے وہ اپنی ہی دہی کو کھٹا کہتا ہے۔

یہ سمجھنا کہ تبلیغ میں تزکیہ نہیں یہ جہالت ہے، چاہے وہ کہنے والا شیخِ وقت کیوں نہ ہو، ہم اس کام کو خود مصلح سمجھ کر کریں، اب ہماری نظریں اصلاح کے لئے دائیں بائیں جانے لگیں، مجھے حیرت ہے اس پر کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ: آپ کا اصلاحی تعلق کس سے ہے؟ آپ کیوں نہیں کہتے کہ: میرا اصلاحی تعلق اس کام سے ہے۔

ایک شخص میرے پاس آیا اس نے کہا مجھے ایک ماہ کی چھٹی چاہئے، اپنے شیخ کے پاس اعتکاف کے لئے، میں نے کہا تم کو کام میں لگے وئے چالیس سال ہوگئے اب تک تم نے عبادت و دعوت کو جمع کیوں نہ کیا؟ جو عبادت کے لئے دعوت سے چھٹی مانگ رہا ہے، وہ دعوت کے بغیر عبادت میں ترقی کیسے کرے گا؟ انتہی بلفظہ " یہ مولانا کی تقریر کا اقتباس ہے جس کو احقر نے خود بھی سنا ہے۔ (ماخوذ از راہِ اعتدال ص: ۲۴،۲۵)

দুঃখ লাগে ওই সকল লোকের জন্যে, যারা বলেন, ছয় নম্বরের মাঝে পুরো দ্বীন নেই। এ কথা যে বলে, সে ওই দই ব্যবসায়ীর মতো, যে নিজেই নিজের দইকে টক বলে।

কেউ যদি মনে করে, তাবলীগের মাঝে তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধি নেই, তার সেই বোধ অজ্ঞতা মাত্র। এ কথা যদি এ সময়ের কোনো বড় শায়খও বলে, তাহলেও তার কথা জাহালত হবে। আমরা এই তাবলীগের মেহনতকে আমাদের জন্যে আত্মশুদ্ধিকারী মনে করে আঞ্জাম দিয়ে থাকি। অথচ এখন আমাদের কারো কারো চোখ আত্মশুদ্ধি ও ইসলাহের জন্যে ডান দিকে, বাম দিকে ছুটছে। আমার ভীষণ তাজ্জব লাগে, যখন কেউ কোনো তাবলীগিকে জিজ্ঞেস করে, আপনার ইসলাহের সম্পর্ক কার সঙ্গে? আপনি কেন উত্তর দেন না যে, আমার ইসলাহের সম্পর্ক এই মেহনতের সঙ্গে!'

এক ব্যক্তি আমার কাছে এসে বলল, 'আমার এক মাসের ছুটি লাগবে। আমি আমার শায়খের কাছে যাব ইতিকাফ করার জন্যে।' উত্তরে তাকে আমি বলি, 'চল্লিশ বছর হয়ে গেল, তুমি এই মেহনতের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এখন পর্যন্ত কেন তুমি ইবাদত ও দাওয়াতকে একত্র করতে পারোনি! যে লোক ইবাদতের জন্যে দাওয়াত থেকে ছুটি চায়, ওই লোক দাওয়াত ব্যতিরেকে ইবাদতের মাঝে কীভাবে উন্নতি করবে!?' মাওলানা সাদ সাহেবের মন্তব্য শেষ হলো। মাওলানার ভাষণের এই চয়িতাংশ আমি নিজ কানেও শুনেছি। [রাহে ই'তিদাল থেকে সংগৃহীত। পৃষ্ঠা : ২৪-২৫]

সাদ সাহেবের এ জাতীয় বয়ানের কারণে অনেকের এই মানসিকতা গড়ে উঠছে যে, তাসাওউফ, খানকাহ, পীর-মুরিদি, একাকীত্বে ইবাদত, জনবিচ্ছিন্ন হয়ে নিভৃত কোণে উপাসনা— এগুলো নিষ্প্রয়োজনীয় কাজ; বরং এগুলোই এ উম্মতের গুমরাহির কারণ। তার মুখ থেকে এ জাতীয় বয়ান শুনে এখন তাবলীগের পুরনো সাথীরা খানকাহর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং রমাযানে কোনো বুযুর্গের সঙ্গে ইতিকাফ করার উদ্দেশ্যে সফর করাকে আপত্তিকর কাজ মনে করছে। তারা এ কাজের প্রতি সাধারণ মানুষের মনে ঘৃণা ছড়াচ্ছে। অথচ বাস্তবতা হলো, সাদ সাহেবের এই ফরমান মুফাসসিরিনে কেরাম, খোদ আকাবির উলামায়ে দেওবন্দ এমনকি খোদ মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস

সাহেব রহ. এর নির্দেশনার পরিষ্কার পরিপন্থী।

আমরা ধারাবাহিকভাবে দলিল দিচ্ছি—

১.

আল্লামা ইবনে কাসির রহ. লিখেছেন—

فمكث على الطور يناجيه ربه ويسأله موسى عليه السلام عن أشياء كثيرة وهو تعالى يجيبه عنها . (قصص الانبياء، ص : ٣٥٦)

‘সাইয়্যেদুনা মুসা আলাইহিস সালাম তুর পাহাড়ে অবস্থান করে আল্লাহ তাআলার কাছে একান্তে মুনাজাত করে যেতে লাগলেন। এ সময়ের দৃশ্য হলো, মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে একটির পর একটি করে প্রার্থনা করতেন আর আল্লাহ তাআলা প্রতিটি প্রার্থনা মঞ্জুর করতেন।’ [কাসাসুল আমবিয়া : ৩৫৬]

২.

শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া সাহেব রহ. ‘ফিতনায়ে মওদুদিয়্যাত’ গ্রন্থে লিখেছেন,

"گوشۂ خلوت میں بیٹھنے کے متعلق مودودی صاحب اپنے سارے لٹریچر میں جتنی بھی چاہے پھبتیاں اڑائیں لیکن قرآن پاک میں فَأْوُۥٓا۟ إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِۦ، ہی کو مرتب فرمایا ہے، اور حضرت موسی علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت جنگلوں میں دس برس تک بکریاں چرانے کے بعد ہی ملی ہے، اور اس کو تو شائد تاریخ کا بچہ بچہ بھی جانتا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت گوشہ تنہائی میں ہی ملی ہے، اور یہی نہیں بلکہ ہجرت کے بعد تک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشۂ تنہائی میں جاکر بیٹھنے کو ترک نہیں فرمایا، حضرت عائشہؓ کی حدیث ہے كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلاع (رواہ ابو داؤد) ہجرت کے بعد ہی کا معمول ہے۔ (فتنۂ مودودیت یا جماعتِ اسلامی ایک لمحۂ فکریہ، ص: ۵۵، مطبوعہ سہارنپور)

‘জনবিচ্ছিন্ন হয়ে নিভৃত স্থানে বসে ইবাদত করা সম্পর্কে মওদুদি সাহেব তার সাহিত্যের মাঝে যত ইচ্ছে কথার ফুলঝুড়ি আর সাহিত্যের তুবড়ি ছোটান; কিন্তু বাস্তবতা হলো, আল্লাহ তাআলা কুরআন কারিমে পরিষ্কার ঘোষণা করেছেন যে, فَأْوُۥٓا۟ إِلَى ٱلْكَهْفِ ‘তোমরা যদি গুহায় আশ্রয় নাও তাহলে يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِۦ তোমাদের রব তোমাদের ওপর তাঁর বিস্তৃত রহমত ঢেলে দেবেন।

জঙ্গলে দশ-দশ বছর বকরি চরানোর পরেই মুসা আলাইহিস সালাম নবুওয়াত পেয়েছেন। ইতিহাসের ছোট ছোট শিশুরাও এ তথ্য জানে যে, আমাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নিভৃত স্থানেই নবুওয়াত লাভ করেছেন। শুধু এতটুকুই নয়; হিজরতের পরেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই নিভৃত স্থানে গিয়ে বসার অভ্যাস ত্যাগ করেননি। হযরত আয়েশা রাদি. ইরশাদ করেছেন, كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلاع (আবু দাউদ শরিফ)। এ হাদিস হিজরতের পরেরই মামুল।

[ফিতনায়ে মওদুদিয়্যাত ইয়া জামাতে ইসলামি, এক লমহায়ে ফিকরিয়্যাহ : ৫৫। সাহারানপুরের মুদ্রণ]

৩.

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস কান্ধলভি সাহেব রহ. এর শায়খ হাদিসের ব্যাখ্যাকার, বযলুল

মাজহুদ গ্রন্থের প্রণেতা হযরত মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরি রহ. স্বরচিত **المهند على المفند** [আল মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ] গ্রন্থের একাদশ প্রশ্নোত্তরে লিখেছেন,

سوال : کیا صوفیہ کے اشغال میں مشغول اور ان سے بیعت ہونا تمہارے نزدیک جائز؟ ارو مشائخ کی روحانیت سے اہل سلوک کو نفع پہنچتا ہے یا نہیں؟

جواب : ہمارے نزدیک مستحب ہے کہ انسان جب عقائد کی درستی اور شرع کے مسائل ضروریہ کی تحصیل سے فارغ ہو جاوے تو ایسے شخص سے بیعت ہو جو شریعت میں راسخ القدم ہو، دنیا سے بے رغبت ہو، آخرت کا طالب ہو، نفس کی گھاٹیوں کو طے کرچکا ہو، خوگر ہو نجات دہندہ اعمال کا، اور علحدہ ہو تباہ کن افعال سے، خود بھی کامل ہو دوسروں کو بھی کامل بنا سکتا ہو، ایسے مرشد کے ہاتھ میں دے کر اپنی نظر اس کی نظر میں مقصود رکھے، اور صوفیہ کے اشغال یعنی ذکر و فکر اور اس میں فناء تام کے ساتھ مشغول ہو اور اس نسبت کا اکتساب کرے جو نعمتِ عظمی اور غنیمتِ کبری ہے، جس کو شرع میں احسان کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، اور جس کو یہ نعمت میسر نہ ہو اور یہاں تک نہ پہنچ سکے، اس کو بزرگوں کے سلسلہ میں شامل ہو جانا ہی کافی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: المرء مع من أحب أولئك قوم لا يشقى جليسهم کہ آدمی اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ اسے محبت ہو، وہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا محروم نہیں رہ سکتا، اور بحمد اللہ ہم اور ہمارے مشائخ ان حضرات کی بیعت میں داخل اور ان کے اشغال کے شاغل اور ارشاد و تلقین کے درپے رہے ہیں، والحمد للہ علی ذلک۔ (المهنّد على المفنّد، التصديقات لدفع التلبيسات، ص: ١٧، سوال: ١١، مطبوعہ کتب خانہ اعزازیہ، دیوبند)

প্রশ্ন : সুফিগণ যেসব কর্মকাণ্ডে মগ্ন হয়ে থাকে, সেসব কাজে মগ্ন হওয়া ও বাইআত হওয়া তোমাদের মতে কি জায়েয? তোমরা কি মনে করো, বুযুর্গদের আধ্যাত্মিকতা থেকে তার মুরিদগণ উপকৃত হয়ে থাকে?

উত্তর : আমাদের মতে মুসতাহাব হলো, যখন কোনো ব্যক্তি তার আকিদা দূরস্ত করে নেবে এবং শরিয়তের প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল শেখার কাজ সম্পন্ন করবে, তখন সে এমন ব্যক্তির কাছে বাইআত হবে, যিনি

১. শারঈ জ্ঞানে প্রচুর বুৎপত্তির অধিকারী হবেন

২. দুনিয়ার প্রতি নির্লোভ হবেন।

৩. আখেরাতের অনুসন্ধিৎসু হবেন।

৪. প্রবৃত্তির সবগুলো জটিল গিরিপথ অতিক্রম করে থাকবেন।

৫. নাজাত এনে দেবে, এমন আমলের পথপ্রদর্শক হবেন।

৬. প্রতিটি বিধ্বংসী আমল থেকে বিচ্ছিন্ন হবেন।

৭. নিজেও কামেল হবেন, অন্যদেরকেও কামেল বানাতে সক্ষম হবেন।

এমন মুরশিদের হাতে নিজেকে অর্পণ করে তাঁর দৃষ্টির মাঝে নিজের দৃষ্টি কাম্য রাখবে। সুফিয়ায়ে কেরামের ব্যস্ততা অর্থাৎ যিকির ও ফিকির ও এর মাঝে নিজেকে পরিপূর্ণরূপে নিঃশেষ করার কাজে নিমগ্ন হবে। শরিয়ত যেই নিসবতকে ‘ইহসান’ নাম দিয়েছে, সেই ‘নিআমতে উযমা’ (বিশাল নিআমত) ও ‘গনিমতে কুবরা (বৃহৎ গনিমত) অর্জন করবে। কোনো ব্যক্তি যদি এই মহান নিআমত অর্জন করতে না পারে, অর্থাৎ সেই স্তরে নিজেকে উন্নীত করতে না পারে তবুও বুযুর্গদের এই সিলসিলার মাঝে তার অন্তর্ভুক্ত হওয়াটাই

যথেষ্ট। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, المرء مع من أحب ‘মানুষ যাকে ভালোবাসবে, আখেরাতে সে তার সঙ্গী হবে।’ أولئك قوم لا يشقى جليسهم ‘বযুর্গগণ এমন সম্প্রদায়, যাদের সঙ্গে উঠাবসাকারীগণ বঞ্চিত হবে না।’ আলহামদুলিল্লাহ, আমরা ও আমাদের বড়গণ এ ধরনের বাইআতে অন্তর্ভুক্ত। আমরা নিয়মিত এই ইহসানি আমলগুলো পালন করে থাকি এবং অন্যদেরকে তা পালনের উপদেশ ও দীক্ষা দিয়ে থাকি। [আল মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ, আত তাসদিকাত লি দফঈত তালবিসাত : ১৭, প্রশ্ন : ১১। প্রকাশনায় : কুতুবখানায়ে ইযাযিয়্যাহ দেওবন্দ]

৪.

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস সাহেব রহ. এক চিঠিতে মেহনতের পুরনো সাথীদেরকে হিদায়াত দিয়ে লিখেছিলেন,

چند باتوں کی طرف آپ صاحبان کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں (اس کے بعد پندرہ ہدایتیں تحریر فرمائی ہیں جو تمام تبلیغی کام کرنے والوں کے لئے مشعلِ راہ کا درجہ رکھتی ہیں اس میں تحریر فرماتے ہیں:

"جو (کارکنان تبلیغ کسی شیخ سے) بیعت ہیں، اور ان کو بیعت کے بعد جو ذکر بتلایا جاتا ہے، اس کو نباہ رہے ہیں یا نہیں؟ جن کو بارہ تسبیح بتائی ہیں وہ پابندی سے پورا کرتے ہیں یا نہیں؟ جو ذکر کر بارہ تسبیح کر رہے ہیں ان کو آمادہ کرو کہ وہ ایک ایک چلہ رائے پور جاکر (حضرت مولانا عبد القادر رائے پوریؒ کی خدمت اور ان کی خانقاہ میں رہ کر) گزاریں" (مکاتیب حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحبؒ ص: ۱۳۷، مرتبہ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندویؒ)

‘কয়েকটি বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি। (এ কথা বলে তিনি পনেরোটি হিদায়াত লেখেন। তার প্রতিটি কথা তাবলীগের সকল সাথীর জন্যে আলোর বাতিঘর। সেখানে তিনি লেখেন,

(তাবলীগের কোনো সাথী যদি কোনো শায়খের কাছে) বাইআত হয়ে থাকে তাহলে বাইআতের পর তিনি যেই যিকির বাতলে দিয়েছেন, তা সে ঠিকমত আদায় করছে, কি করছে না? যাদেরকে ১২ তাসবিহের আমল দেওয়া হয়েছে, তারা কি তা নিয়মিত আমল করছে? যেসব সাথী ১২ তাসবিহের আমল করছে, তাদের উদ্বুদ্ধ কোরো যে, তারা যেন রায়পুরে গিয়ে (হযরত মাওলানা আবদুল কাদের রায়পুরি রহ. এর খেদমতে থেকে ও তার খানকায় অবস্থান করে) একেক চিল্লা সম্পন্ন করে। [মাকাতিবে হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইলয়াস সাহেব রহ., পৃষ্ঠা : ১৩৭, সংকলক : হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলি হাসানি নদভি রহ.]

মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস রহ. এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্ধলভি রহ. নকল করেছেন,

‘আমি যখনই মেওয়াতে যাই তখন সবসময় নিজের সঙ্গে একদল উলামায়ে কেরাম ও যিকিরকারী সঙ্গীদের জামাত নিয়ে যাই। তারপরও সেখানে জনসাধারণের সঙ্গে ব্যাপক ওঠ-বস করার কারণে অন্তরের অবস্থা এতোটাই বিকৃত হয়ে যায় যে, আমি যতক্ষণ পর্যন্ত ইতিকাফের মাধ্যমে আমার অন্তর ধৌত না করি বা কয়েক দিনের জন্যে সাহারানপুর অথবা রায়পুরের খাস মাজমা ও বিশেষ পরিবেশে গিয়ে অবস্থান না করি ততক্ষণ পর্যন্ত আমার অন্তর পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে না।’ হযরত মাওলানা ইলয়াস রহ. প্রায়সময় অন্যদের বলতেন,

‘দ্বীনের মেহনত নিয়ে যারা এদিক-ওদিক চষে বেড়ায়, তাদের দায়িত্ব হলো, গাশত ও চলা-ফিরার কারণে বাইরের যেই প্রভাব অন্তরের মধ্যে পড়েছে, তা যেন যিকির-ফিকিরের মাধ্যমে ধুয়ে নেয়। [আপবীতি, পৃষ্ঠা : ৪৬৫-৪৬৬, খণ্ড : ৪]

৫.

হাকিমুল ইসলাম হযরত মাওলানা কারি মুহাম্মদ তাইয়্যেব রহ. দেওবন্দের মতাদর্শের ব্যাখ্যা করে লিখেছেন,

> 'দেওবন্দি আলেমগণ উপরের আলোচিত শাখাগুলোর প্রতিটির কাছে সমান শরণাপন্ন হয়ে থাকেন। এই শাখাগুলোর মধ্য হতে কোনো একটির ওপর অধিক জোর দেওয়া তাদের মতাদর্শ নয়। এমন নয় যে, তাসাওউফ নিয়ে মাতামাতি করতে গিয়ে হাদিস থেকে মনোযোগ গুটিয়ে নেবে অথবা হাদিসের প্রতি অধিক মনোযোগ দিতে গিয়ে তাসাওউফ ও কালামের প্রতি অবহেলা প্রকাশ করতে শুরু করবে...। তদ্রূপ এই শাখাগুলোর সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের প্রতি তাদের সম্মান, শ্রদ্ধা ও তাদের কাছে শরণাপন্ন হওয়ার পরিমাণ সমান। কারণ, এঁদের প্রত্যেক ব্যক্তি কোনো না কোনো ভাবে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তার সঙ্গে যুক্ত এবং তাঁরা প্রত্যেকেই নববি প্রদীপের আলোয় আলোকিত। [উলামায়ে দেওবন্দ কা দ্বীনি রুখ আওর মাসলাকি মিজায : ১১১]

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, মাওলানা সাদ সাহেব হযরত মুসা আলাইহিস সালামের আলোচিত ঘটনা থেকে এমন পরিণতি বের করেছেন এবং উম্মতকে সেই ঘটনা থেকে এমন শিক্ষা দিচ্ছেন, যার মাঝে দেওবন্দি মতাদর্শের সেই ভারসাম্য নেই, যেই ভারসাম্যের কথা কারি তাইয়্যেব সাহেব রহ. বলেছেন। তিনি উম্মতকে শিক্ষা দিচ্ছেন যে, খানকাহি জীবন ও গণবিচ্ছিন্ন নিভৃত জীবন উম্মতের গুমরাহির কারণ। ইতোমধ্যে উম্মতের একটি অংশের এমন মানসিকতা গড়ে ওঠেছে। অথচ আমাদের দেওবন্দি জামাতের আদর্শের অন্যতম সৌন্দর্য হলো, শরিয়তের সবগুলো শিক্ষার মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখা এবং যেকোনো ধরনের অতিরঞ্জন থেকে দূরে থাকা। আফসোসের বিষয় হলো, মাওলানার একপেশে বয়ানের কারণে দাওয়াত ও তাবলীগ সংশ্লিষ্ট সাথীরা অতিরঞ্জনের শিকার হতে চলেছে। তিনি তাবলীগের মেহনতকে এমন প্রান্তিক অবস্থানে নিয়ে গেছেন যে, এখন তাবলীগের সাথীরা এ ধরনের বয়ান শুনে শুনে অতিরঞ্জনের শিকার হতে চলেছে। তারা এখন খানকাহি জীবন, নিভৃত স্থানে ইবাদত এবং রমাযানুল মুবারকে বুযুর্গদের কাছে গিয়ে সময় কাটানোর ওপর আঙুল তুলতে শুরু করেছে। আল ইয়াযু বিল্লাহ। অথচ এই আমল অর্থাৎ রমাযান মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রচুর সাহাবায়ে কেরাম রাদি. এর ইতিকাফ করা এবং নবিজির সংস্পর্শ থেকে উপকৃত হওয়া বিভিন্ন হাদিসে প্রমাণিত। বিস্তারিত জানতে দেখুন, ফাযায়েলে রমাযান, তৃতীয় অধ্যায়, হাদিস নম্বর : ১, আবু সাঈদ খুদরি রাদি. কর্তৃক বর্ণিত, ফাযায়েলে আমল : ৬৮৭।

এখন লক্ষ্যণীয় হলো, খানকাহি জীবন ও নিভৃত স্থানে গিয়ে ইবাদত করা সম্পর্কে মাওলানা সাদ সাহেব অদ্যাবধি যতগুলো বয়ান করেছেন, সেগুলো আমাদের আকাবির, মাশায়েখ এবং দেওবন্দ ও সাহারানপুরের পরিষ্কার মতাদর্শের অনুকূল, না প্রতিকূল?

প্রশ্ন ওঠছে, খানকাহ, জনবিচ্ছিন্ন হয়ে নিভৃত স্থানে ইবাদত করা, বুযুর্গদের সঙ্গে ইসলাহি সম্পর্ক কায়েম করা, পীর-মুরিদি ইত্যাদি সম্পর্কে মাওলানা সাদ সাহেব এমন বয়ান দিচ্ছেন, যা দেওবন্দ ও সাহারানপুরের আকাবির রহ. এর মাসলাক ও মতাদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত, অন্যদিকে তিনি তাবলীগের সাথীদেরকে বয়ান করে বলছেন যে, দেওবন্দ ও সাহারানপুরের মাসলাক থেকে সরে ভিন্ন মতাদর্শ কায়েম করা সীমাহীন গুমরাহি ও ফেতনার কারণ হবে। আপনি খানকাহ ও আত্মশুদ্ধি সম্পর্কে দেওবন্দ ও সাহারানপুরের উলামায়ে কেরামের মাসলাক ও মতাদর্শের আয়নার সামনে মাওলানার আলোচিত বয়ানগুলোকে হাজির করে নিজেই সিদ্ধান্ত নিন যে, তার এ দুটি বক্তব্যের মাঝে আমলেই কি মিল আছে, না-কি প্রচণ্ড বৈরীতা বিরাজ করছে?

একটি বিশাল জ্ঞানপাপের অপনোদন
'আলোচিত আয়াতে ইসতিফহামে ইনকারি হয়নি'

"مَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوْسٰى" এ আয়াত বোঝার ক্ষেত্রে অনেকেই ভুল করেছেন। তারা এখানে ইসতিফহামে ইনকারি (প্রত্যাখ্যানব্যঞ্জক প্রশ্ন) মেনে এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেন যে, মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার কাছে উপস্থিত হওয়ার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করে ফেলেছেন। তিনি স্বজাতিকে দূরে রেখে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে একান্তে কথা বলার জন্যে দ্রুত চলে এসেছিলেন। যার কারণে বনি ইসরাইলের পাঁচ লক্ষ আটাশি হাজার মানুষ গুমরাহ হয়ে গেছে। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা তাকে বলেছিলেন, "مَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوْسٰى"। কিছু মুফাসসির এ ধরনের কথা লিখেছেন।

এখানে ভেবে দেখার মতো বিষয় হলো, বাস্তবেই কি আল্লাহ তাআলা মুসা আলাইহিস সালামকে সতর্ক করার জন্যে বলেছিলেন"مَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوْسٰى"? বাস্তবেই কি তাঁর অতিদ্রুততার কারণে এত প্রচুর বনি ইসরাইল গুমরাহ হয়েছিল? আমি সংক্ষেপে বিষয়টির তাহকিক আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

১.

মুহাক্কিক আলেমদের বক্তব্য হলো, আল্লাহ তাআলা সাইয়্যেদুনা মুসা আলাইহিস সালামকে সতর্ক করার জন্যে, বা তার কৃত পদক্ষেপকে অস্বীকার করার জন্যে "مَا أَعْجَلَكَ" বলেননি, বরং সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি. এর ফরমান অনুসারে এ কথা বলার দ্বারা উদ্দেশ্য ছিলো, মুসা আলাইহিস সালামের প্রতি সম্মান দেখানো, তাঁর অন্তরকে প্রশান্ত করা এবং তার প্রতি দয়াপরবশ হওয়ার বিষয়টি বোঝানো। তাফসিরে কুরতুবির মাঝে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি. এর উদ্ধৃতিতে অনুরূপ ভাষ্য নকল করা হয়েছে,

> قال ابن عباس ؓ كان الله عالمًا ولكن قال ما أعجلك عن قوم رحمةً لموسى واكرامًا له بهذا القول، وتسكينًا بقلبه ورقة عليه. التفسير للقرطبي، ص: ١٥٥، ج: ١١
>
> 'আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি. বলেন, আল্লাহ তাআলা তো সব কিছুই জানেন। এরপরও তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, কেন জাতিকে রেখে এত দ্রুত চলে এলেন? কথাটি তিনি বলেছেন, মুসা আলাইহিস সালামের প্রতি কোমল হয়ে, তাঁর প্রতি সম্মান দেখিয়ে, তাঁর অন্তর শান্ত করতে এবং তাঁর প্রতি আন্তরিকতা দেখাতে। [তাফসিরে কুরতুবি, পৃষ্ঠা : ১৫৫, খণ্ড : ১১]

২.

আল্লাহ তাআলার কাছে যদি মুসা আলাইহিস সালামের উক্ত পদক্ষেপ প্রশ্নবিদ্ধ হতো এবং তাঁকে সতর্ক করা অর্থাৎ ইসতিফহামে ইনকারি উদ্দেশ্য হতো তাহলে আল্লাহ তাআলা مَا أَعْجَلَكَ বলতেন না। বরং لِمَ أَعْجَلَكَ বলতেন। এ ধরনের মন্তব্য কুরআন কারিমের আরো অনেকগুলো স্থানে দেখা গেছে। যেমন, এক জায়গায় বলেছেন,

১. সূরা তাওবার ৪৩ নম্বর আয়াতে বলেছেন,

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ

হযরত থানভি রহ. এ আয়াতের তরজমা করেছেন,

اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف تو کر دیا لیکن آپ نے ان کو ایسی اجازت کیوں دے دی تھی۔ (بیان القرآن)

'আল্লাহ তাআলা আপনাকে ক্ষমা করেছেন; কিন্তু আপনি তাদেরকে এমন অনুমতি কেন দিলেন!' [বয়ানুল কুরআন]

২. সূরা তাহরিম, পারা : ২৮, আয়াত : ১ নম্বরে বলেছেন,

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ . (سورة تحريم : ١)

হযরত থানভি রহ. এ আয়াতের তরজমা করেছেন,

اے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لئے حلال کیا ہے آپ اس کو اپنے اوپر کیوں حرام فرماتے ہیں۔ (بيان القرآن)

'হে নবি, যে জিনিস আল্লাহ আপনার জন্যে হালাল করেছেন, আপনি তা নিজের ওপর কেন হারাম করলেন!' [বয়ানুল কুরআন]

৩. সূরা সোফ, পারা : ২৮, আয়াত : ২ নম্বরে বলেছেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ . (سورة صف : ٢)

হযরত থানভি রহ. এ আয়াতের অনুবাদ করেছেন,

اے ایمان والوں ایسی بات کیوں کہتے ہو کرتے نہیں ہو۔ (بیان القرآن)

'হে ঈমানদারগণ, এমন কথা কেন বলো, যা নিজেরাই করো না ।' [বয়ানুল কুরআন]

একই ধারাবাহিকতায় যদি এখানে মুসা আলাইহিস সালামের পদক্ষেপের ওপর প্রশ্ন তোলা উদ্দেশ্য হতো তাহলে আল্লাহ তাআলা বলতেন, "لِمَ أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوْسَى । অথচ তেমন বলেননি। কাজেই لِمَ أَعْجَلَكَ না বলে مَا أَعْجَلَكَ" বলাটাই এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, এখানে ইসতিফহামে ইনকারি উদ্দেশ্য নয় ।

<u>৩.</u>

আল্লাহ তাআলা প্রশ্ন করেছিলেন, مَا أَعْجَلَكَ । এর উত্তরে মুসা আলাইহিস সালাম বলেছিলেন, عَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى । 'ও আমার রব, আমি আপনার সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্যে দ্রুত চলে এসেছি । যেন আপনি আমার ওপর অধিক খুশি হন । যেমনটি তাফসিরে ইবনে কাসিরে এসেছে,

عَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى قال ابن كثير أي لتزداد عنى رضًا. (ابن كثير، ص : ٢١٧، ج : ٢)

'হে আমার রব, আমি আপনার কাছে দ্রুত এসেছি, যেন আপনি আমার ওপর খুশি হন । আল্লামা ইবনে কাসির রহ. বলেন, এর অর্থ হলো, যেন আমার প্রতি আপনার সন্তুষ্টি বেড়ে যায়' । [তাফসিরে ইবনে কাসির, পৃষ্ঠা : ২১৭, খণ্ড : ২]

আল্লাহ তাআলা মুসা আলাইহিস সালামের এ উত্তর গ্রহণ করেছেন । এই উত্তরের ওপর নাকচসুচক বা নিন্দাব্যঞ্জক একটি কথাও বলেননি । বা আল্লাহর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে, এমন কোনো বাক্যও উল্লেখ করেননি । এটাই স্পষ্টাকারে প্রমাণিত করে যে, এখানে ইসতিফহামে ইনকারি হয়নি । কুরতুবি রহ. এ কথা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন ।

<u>৪.</u>

আল্লাহ তাআলার এ প্রশ্নকে মুসা আলাইহিস সালাম নিজেও 'ইসতিফহামে ইনকারি' মনে করেননি । যদি তাই হতো তাহলে মুসা আলাইহিস সালাম তৎক্ষণাৎ তাওবা-ইসতিগফার করে ফেলতেন ।

একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছি। মুসা আলাইহিস সালাম একবার অনুরোধ করেছিলেন, হে আল্লাহ, আমি আপনাকে দেখতে চাই। দিদার দিন। ৯ম পারায় সূরা আরাফে পুরো ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَـٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ موسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ○

হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রহ. এই আয়াতের অনুবাদ করেছেন,

ترجمہ و تفسیر : شدت انبساط سے موسی علیہ السلام کو دیدار کا اشتیاق پیدا ہوا، عرض کیا کہ اے میرے پروردگار اپنا دیدار مجھ کو دکھلا دیجئے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں، ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو دنیا میں ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو ہم اس پر ایک جھلک ڈالتے ہیں سو اگر یہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم بھی دیکھ سکو گے، پس ان کے رب نے جو اس پر تجلی فرمائی، تجلی نے اس پہاڑ کے پرخچے اڑا دیئے، اور موسی علیہ السلام بیہوش ہو کر گر پڑے اور جب افاقہ میں آئے تو عرض کیا بیشک آپ کی ذات منزّہ اور رفیع ہے، میں آپ کی جناب میں اس مشاقانہ درخواست سے توبہ کرتا ہوں۔ (بیان القرآن، توضیح القرآن)

আনন্দের আতিশয্যে মুসা আলাইহিস সালামের অন্তরে আল্লাহর দিদারের আগ্রহ উথলে ওঠল। তিনি নিবেদন করলেন, হে আমার রব, আপনি আমাকে দেখা দিন। আমি আপনাকে এক নজর দেখব। ইরশাদ হলো, তুমি আমাকে দুনিয়াতে কখনই দেখতে পাবে না। তবে তুমি ওই পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকো। আমি তার ওপর এক ঝলক দৃষ্টি ফেলছি। যদি পাহাড় নিজ স্থানে সুস্থির থাকে তাহলে তুমি আমাকে দেখতে পারবে। এরপর আল্লাহ ওই পাহাড়ের ওপর তাজাল্লি (জ্যোতি) ফেললেন। আল্লাহর জ্যোতির তেজস্ক্রীয়তায় পাহাড় টুকরো টুকরো হয়ে গেল। মুসা আলাইহিস সালাম অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। যখন তাঁর হুঁশ ফিরে আসে তখন তিনি নিবেদন করেন, ‘নিঃসন্দেহে আপনার সত্তা পবিত্র ও উঁচু। আমি আপনার কাছে আমার এই আবেগতাড়িত আবেদন থেকে তাওবা করছি। [বয়ানুল কুরআন, তাওযিহুল কুরআন]

দেখুন, এখানে মুসা আলাইহিস সালাম তৎক্ষণাৎ তাওবা করে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছেন।

আরেকটি উদাহরণ দিচ্ছি। মুসা আলাইহিস সালাম একবার এক কিবতি বংশীয় লোককে ঘুষি মারেন। যার ফলে লোকটি মারা যায়; অথচ মুসা আলাইহিস সালাম কখনই ওই লোককে প্রাণে মেরে ফেলতে চাননি। ইজতিহাদি ভুলের কারণে এমন কাণ্ড ঘটে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার দরবারে তাওবা-ইসতিগফার করেন। সে ঘটনা কুরআনে এসেছে,

فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ○ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ○ (سورة القصص : ١٥-١٦)

‘তখন হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) তাকে ঘুষি মারলেন এবং এতেই তার মৃত্যু হয়ে গেল। হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) বললেন, এটা শয়তানের কাজ। নিশ্চয় সে প্রকাশ্য শত্রু, বিভ্রান্তকারী।

তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমি তো নিজের উপর জুলুম করে ফেলেছি। অতএব, আমাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু। [সূরা কসাস : ১৫-১৬]

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, হযরত মুসা আলাইহিস সালাম যখন ওই কিবতিকে ঘুষি মারেন, যার ফলে লোকটি মারা যায় তখন তিনি তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে আঘাত করেননি; বরং একজন মজলুমকে সহায়তা করার জন্যে, জালিমকে তার জুলুম থেকে নিবৃত্ত করার জন্যে আঘাত করেছিলেন। ঘটনাচক্রে লোকটি মারা যায়। কিন্তু এরপরও তিনি ইসতিগফার করেছেন। মাওলানা সাদ সাহেব দাবি করেছেন, আলোচিত ঘটনায় তাঁর ভুল পদক্ষেপের কারণে পাঁচ লক্ষ আটাশি হাজার বনি ইসরাঈল মুরতাদ হয়েছিল। কিন্তু এমন ঘটনার জন্যে মুসা আলাইহিস সালাম একবারও ক্ষমা প্রার্থনা করেননি। ইসতিগফার করেননি। যদি বাস্তবেই আল্লাহর সেই প্রশ্ন ইসতিফহামে ইনকারি হতো এবং মুসা আলাইহিস সালামের তড়িৎ গমন ভুল পদক্ষেপ হতো তাহলে আল্লাহ তাআলার مَا أَعْجَلَكَ এর প্রশ্নের সাথে সাথে তিনি অবশ্যই তৎক্ষণাৎ ইসতিগফার ও তাওবা করতেন। অথচ তিনি তা করেননি। কাজেই সহিহ কথা হলো, আলোচিত আয়াতে 'ইসতিফহামে ইনকারি' হয়নি। নয়তো আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাঁকে স্বজাতির কাছে ফিরে আসার নির্দেশ দিতেন। বলতেন, তাদের কাছে ফিরে তাদের ঈমানের খোঁজ-খবর নিন। কাজেই মুফাসসিরিনে কেরাম এ আয়াতের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সেটাই শুদ্ধ। আল্লাহ তাআলা মুসা আলাইহিস সালামের সম্মান, অন্তরের প্রশান্তি ও অতিরিক্ত রহমত প্রদানের কামনা থেকেই এ প্রশ্ন করেছেন। এখানে মুসা আলাইহিস সালামের আবেগ বোঝানোর বিষয়টিই প্রধান। তাফসিরে মাযহারি ও তাফসিরে কুরতুবির মাঝে এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন, তাফসিরের কুরতুবিতে এসেছে—

قال ابن عباس ؓ كان الله عالمًا ولكن قال ما أعجلك عن قوم رحمةً لموسى واكرامًا له بهذا القول، وتسكينًا بقلبه ورقة عليه . (تفسير قرطبى ، ص : ١٥٥، ج : ١١)

'আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি. বলেন, আল্লাহ তাআলা তো সব কিছুই জানেন। এরপরও তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, কেন জাতিকে রেখে এত দ্রুত চলে এলেন? কথাটি তিনি বলেছেন, মুসা আলাইহিস সালামের প্রতি কোমল হয়ে, তাঁর প্রতি সম্মান দেখিয়ে, তাঁর অন্তর শান্ত করতে এবং তাঁর প্রতি আন্তরিকতা দেখাতে। [তাফসিরে কুরতুবি, পৃষ্ঠা : ১৫৫, খণ্ড : ১১]

তাফসিরে মাযহারির মাঝে এসেছে—

مَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوْسَى قلت : وهذا سوال تقرير كما يسئل المحبوب من المحب حين راه في غاية المحبة والشوق كي يذكر شوقه لكن فيه مظنة إنكار بما فيه من ترك موافقة الرفقة فأجاب موسى عن الأمرين . ألخ. (تفسير مظہرى، ص : ١٥٥، ج : ٦)

مَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُـوْسَى আমি এ আয়াতের ব্যাখ্যা বলছি।এটি হচ্ছে স্থির হওয়ার প্রশ্ন। সাধারণত প্রেমাস্পদ তার প্রেমিককে দেখলে ভালোবাসার আতিশয্যে, প্রবল মিলনাকাঙ্ক্ষায় এ জাতীয় প্রশ্ন করে থাকে। এ জাতীয় প্রশ্ন তোলার পেছনে তার উদ্দেশ্য থাকে, প্রেমিক যেন প্রবল আবেগের কথা আলোচনা করে। এর পাশাপাশি প্রশ্নের মাঝে খানিকটা অস্বীকারের আভাসও ছিল। কেননা তার দ্রুত চলে আসার মাঝে সাথীদের সঙ্গত্যাগের ছাপ রয়েছে। এজন্যে মুসা আলাইহিস সালাম একসঙ্গে দুটো বিষয়েরই উত্তর দিয়েছেন। [তাফসিরে মাযহারি, পৃষ্ঠা : ১৫৫, খণ্ড : ৬]

মুসা আলাইহিস সালামের কারণে বনি ইসরাঈল গুমরাহ হয়েছে, এ ধরনের বয়ান পরিষ্কার গুমরাহ

এ কথা বলা পরিষ্কার ভুল যে, হযরত মুসা আলাইহিস সালাম তুর পাহাড়ে গমনের ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত তাড়াহুড়া করেছিলেন। যার কারণে তার গোত্রের এত প্রচুর সংখ্যক লোক গুমরাহ হয়েছিল। কেননা বিশুদ্ধ অনুসন্ধান ও গবেষণার মাধ্যমে এ তথ্য উঠে এসেছে যে, তুর পাহাড়ে গমনের সময় মুসা আলাইহিস সালাম সাইয়্যেদুনা হারুন আলাইহিস সালামের দায়িত্বে গোত্রের লোকজনকে রেখে গিয়েছিলেন। তাদের দেখাশুনো ও পরিশুদ্ধতার দায়িত্ব তাঁর হাতে সঁপে গিয়েছিলেন। কিন্তু সামেরি নামের এক ভণ্ড তাদের পথভ্রষ্ট করে। সেমতে কুরআন কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ. (سورة الأعراف: ١٤٨)

'আর বানিয়ে নিল মূসার সম্প্রদায় তার অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলংকারাদির দ্বারা একটি বাছুর তা থেকে বেরুচ্ছিল হাম্বা হাম্বা শব্দ।' [সূরা আ'রাফ : ১৪৮]

হাফেয ইবনে কাসির রহ. এ আয়াতের তাফসিরে লিখেছেন—

يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بني إسرائيل في عبادتهم العجل، الذي اتخذه لهم السامري...... وكان هذا منهم بعد ذهاب موسى عليه السلام لميقات ربه تعالى، وأعلمه الله تعالى بذلك وهو على الطور، حيث يقول تعالى إخبارا عن نفسه الكريمة: قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ الخ. (تفسير ابن كثير، ص: ١٥، ج: ٢، سوره اعراف)

বনি ইসরাইলের যেসব লোক গোবাছুরের পূজার মাধ্যমে পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিল, আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে তাদের পথভ্রষ্টতার সংবাদ দেন। সামেরি তাদের জন্যে এই উপাস্য বানিয়ে দিয়েছিল।.... ঘটনাটি ঘটে মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ কর্তৃক নির্দিষ্ট স্থানে গমনের পর। তিনি যখন তুর পাহাড়ে ছিলেন তখন আল্লাহ তাঁকে এ দুর্ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেন।

আল্লাহ তাআলা নিজের পক্ষ থেকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করে বলেন, قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ—"আমি তোমার পরবর্তীতে তোমার জাতিকে পরীক্ষায় ফেলেছি। সামেরি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে।" [তাফসিরে ইবনে কাসির, পৃষ্ঠা : ১৫, খণ্ড : ২, সূরা আরাফ]

অনুরূপ ব্যাখ্যা তাফসিরে কুরতুবিতে এসেছে—

وكان موسى وعد قومه ثلاثين يوما فلما أبطأ في العشر الزائد ومضت ثلاثون ليلة قال السامري لبنى اسرائيل وكان مطاعًا فيه الخ. (تفسير قرطبى، ص: ٢٨٣، ج: ٤)

'মুসা আলাইহিস সালাম স্বজাতির সঙ্গে ত্রিশ দিনের অঙ্গীকার করেছিলেন। যখন তিনি অঙ্গীকৃত ত্রিশ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর অতিরিক্ত দশ দিন দেরি করলেন তখন সামেরি বনি ইসরাইলকে বাছুরপূজার কথা বলল। আর সে ছিল তাদের অন্যতম নেতা। [তাফসিরে কুরতুবি, পৃষ্ঠা : ২৮৩, খণ্ড : ৪]

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনাদের জানা দরকার। তা হলো, মুসা আলাইহিস সালাম যাদের ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি করেছিলেন, অর্থাৎ যাদেরকে পেছনে রেখে দ্রুত আল্লাহর দরবারে হাজির

হয়েছিলেন, তারা হলেন ৭০ জন নকিব বা বিশেষ সঙ্গী। তাওরাত কিতাব গ্রহণের জন্যে তুর পাহাড়ে যাওয়ার সময় এদেরকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়েছিল। মুসা আলাইহিস সালামের জলদি চলে যাওয়ার বিষয়টি ঘটেছে এদের সঙ্গে, পুরো জাতির সঙ্গে নয়। অথচ মুসা আলাইহিস সালামের তাড়াহুড়া সত্ত্বেও এই ৭০ জন সাথী গুমরাহ হননি। গুমরাহ হয়েছিল জাতির সেই বৃহত্তর অংশ, যাদেরকে তিনি সাইয়্যেদুনা হারুন আলাইহিস সালামের দায়িত্বে রেখে এসেছিলেন। সকল মুহাককিক, গবেষক, মুফাসসির ও আকাবির উলামায়ে দেওবন্দ এমন কথাই তাঁদের কিতাবের মাঝে লিখেছেন। তাঁদের সবার লেখনী থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, মুসা আলাইহিস সালাম এই ৭০ জন বিশেষ সঙ্গীর ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করেছিলেন। তারা গুমরাহ হননি। গুমরাহ হয়েছিল বনু ইসরাইল।

কুরআন কারিমের এই আয়াত থেকেও বিষয়টি বুঝে আসে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى ○ قَالَ هُمْ أُولاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ○ (سورة طه : ٨٣-٨٤)

হে মূসা, তোমার সম্প্রদায়কে পেছনে ফেলে তুমি ত্বরা করলে কেন? তিনি বললেন— এই তো তারা আমার পেছনে আসছে এবং হে আমার পালনকর্তা, আমি তাড়াতাড়ি তোমার কাছে এলাম, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও। [সূরা তোয়াহা : ৮৩-৮৪]

আমি এ সম্পর্কে কয়েকজন উল্লেখযোগ্য মুফাসসিরের তাফসির আপনাদের সামনে পেশ করছি।

১.

তাফসিরে মাযহারির মাঝে কাযি সানাউল্লাহ পানিপথী রহ. লিখেছেন—

(وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى) قال البغوى : أى ما حملك على العجلة عن قومك، وذلك أن موسى اختار من قومه سبعين رجلا حتى يذهبوا معه إلى الطور، لياخذوا التوراة فسار بهم ، ثم عجّل موسى من بينهم شوقًا إلى ربهم، وخلف السبعين وأمرهم أن يتبعوه إلى الجبل. (تفسير مظهرى ، ص : ١٥٥، ج : ٦)

(وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى) ইমাম বাগাভি রহ. বলেন, এ আয়াতের অর্থ হলো, কোন জিনিস তোমাকে তোমার জাতির তুলনায় দ্রুত চলে আসতে উদ্বুদ্ধ করল? এর ইতিহাস হলো, মুসা আলাইহিস সালাম তাঁর জাতি থেকে ৭০ জন সাথীকে বাছাই করেছিলেন, তারা তাঁর সঙ্গে তুর পাহাড়ে যাবে, তাওরাত গ্রহণের জন্যে। যথারীতি তিনি তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হন। কিন্তু একপর্যায়ে আল্লাহ তাআলার দিদারের প্রবল আকাঙ্ক্ষায় তিনি তাদেরকে পেছনে রেখে দ্রুত চলে আসেন। যদিও তিনি তাদের নির্দেশ করেছিলেন, তারা যেন তাঁর পদচিহ্ন অনুসরণ করে পাহাড়ে চলে আসে। [তাফসিরে মাযহারি, পৃষ্ঠা : ১৫৫, খণ্ড : ৬]

২.

তাফসিরে জালালাইনে এসেছে—

(وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى) ولما أمر الله تعالى موسى بحضور الميقات مع قوم مخصوصين وهم السبعون الذين اختارهم الله تعالى من جملة بنى اسرائيل ليذهبوا معه إلى الطور لأجل أن يأخذوا التوراة فسار بهم موسى ثم عجل من بينهم شوقا إلى ربه وخلفهم

ورائه وأمرهم ان يتبعوه إلى الجبل . (تفسير جلالين، ص : ٢٦٥، ج : ٢)

(وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى) আল্লাহ তাআলা মুসা আলাইহিস সালামকে তাঁর স্বজাতির বাছাইকৃত ৭০ জন সঙ্গীকে সাথে নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ওই বিশেষ সাথীদেরকে আল্লাহ তাআলাই বনি ইসরাইলদের মধ্য হতে বাছাই করেছিলেন এ দায়িত্ব দিয়ে যে, তারা তাওরাত কিতাব গ্রহণ করার জন্যে মুসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে তুর পাহাড়ে যাবেন। মুসা আলাইহিস সালাম তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হন। একপর্যায়ে তিনি আল্লাহর দিদারের অত্যধিক আগ্রহে তাদের থেকে খানিকটা এগিয়ে পড়েন। ফলে তারা পেছনে পড়ে যায়। তিনি তাদের নির্দেশ করেন, তারা যেন তাঁকে অনুসরণ করে পাহাড়ে চলে আসে। [তাফসিরে জালালাইন, পৃষ্ঠা : ২৬৫, খণ্ড : ২]

৩.

আল্লামা বাগাভি রহ. তাফসিরে মাআলিমুত তানযিলে লিখেছেন—

(وَمَا أَعْجَلَكَ) أي ما حملك على العجلة (عَن قَوْمِكَ) وذلك أن موسى اختار من قومه سبعين رجلا حتى يذهبوا معه إلى الطور ، ليأخذوا التوراة فسار بهم ، ثم عجل موسى من بينهم شوقا إلى ربهم ، وخلف السبعين وأمرهم أن يتبعوه إلى الجبل . (معالم التنزيل، ص : ٢٧١، ج : ٣)

(وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى) এ আয়াতের অর্থ হলো, কোন জিনিস তোমাকে তোমার জাতির তুলনায় দ্রুত চলে আসতে উদ্বুদ্ধ করল? এর ইতিহাস হলো, মুসা আলাইহিস সালাম তাঁর জাতি থেকে ৭০ জন সাথীকে বাছাই করেছিলেন, তারা তাঁর সঙ্গে তুর পাহাড়ে যাবে, তাওরাত গ্রহণের জন্যে। যথারীতি তিনি তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হন। কিন্তু একপর্যায়ে আল্লাহ তাআলার দিদারের প্রবল আকাঙ্ক্ষায় তিনি তাদেরকে পেছনে রেখে দ্রুত চলে আসেন। যদিও তিনি তাদের নির্দেশ করেছিলেন, তারা যেন তাঁর পদচিহ্ন অনুসরণ করে পাহাড়ে চলে আসে। [মা'আলিমুত তানযিল, পৃষ্ঠা : ২৭১, খণ্ড : ৩]

৪.

আল্লামা কুরতুবি রহ. তাঁর তাফসিরগ্রন্থে লিখেছেন,

(وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى) أى ما حملك على أن تسبقهم؟ قيل : عنى بالقوم جميع بني اسرائيل فعلى هذا قيل : استخلف هارون على بني اسرائيل وخرج معه سبعون رجلا للميقات .

وقال قوم أراد بالقوم السبعين الذين اختارهم ، وكان موسى لما قرب من الطور سبقهم شوقا إلى سماع كلام الله تعالى .. الخ. (تفسير قرطبي ، ص : ٢٣٣، ج : ١١)

(وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى) এর অর্থ হলো, তাদেরকে পেছনে ফেলে আসতে কোন জিনিস তোমাকে উদ্বুদ্ধ করল? কেউ কেউ বলেন, এখানে পুরো বনি ইসরাঈল উদ্দেশ্য। এ অভিমত অনুসারে ফলাফল দাঁড়ায়, তিনি তখন সাইয়্যেদুনা হারুন আলাইহিস সালামকে বনি ইসরাঈলের ব্যাপারে স্থলাভিষিক্ত করেন। এরপর ৭০ জনকে সঙ্গে নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানের উদ্দেশে রওয়ানা হন।

এর বিপরীতে অন্যদের অভিমত হলো, এ আয়াতে 'কওম' শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেই

৭০জন সাথী, যাদেরকে তিনি পুরো জাতি থেকে নির্বাচিত করেছিলেন। তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করেন। যখন তুর পাহাড়ের কাছাকাছি চলে আসেন তখন তিনি আল্লাহর কথা শোনার প্রবল আগ্রহে তাদেরকে পেছনে ফেলেই দ্রুত ছুটে আসেন। [তাফসিরে কুরতুবি, পৃষ্ঠা : ২৩৩, খণ্ড : ১১]

৫.

তাফসিরে তাবারি শরিফে এসেছে,

وَمَا أَعْجَلَكَ (أي شئي) عن قومك يا موسى فتقدمتهم وخلفتهم وراءك ولم تكن معهم . (تفسير طبرى، ص :١٤٥، ج :٨)

(وَمَا أَعْجَلَكَ) এর অর্থ হলো, হে মুসা, কোন জিনিস আপনাকে এতো দ্রুত নিয়ে এলো যে, আপনি তাদেরকে পেছনে রেখে আগে আগে চলে এলেন এবং তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে এলেন না? [তাফসিরে তাবারি, পৃষ্ঠা : ১৪৫, খণ্ড : ৮]

৬.

হাকিমুল উম্মত হযরত থানভি রহ. লেখেন,

"اللہ تعالی نے حضرت موسی علیہ السلام سے کہا کہ کوہِ طور پر آ کر ایک مہینہ اعتکاف کے ساتھ قیام کرو، اور اپنی قوم کے کچھ لوگوں کو لیتے آؤ، ہم اس مدت کے گزرنے پر تم کو ایک کتاب دیں گے .. الخ. (الترتيب اللطيف في قصة الكليم والحنيف، ص :٢٨)

'আল্লাহ তাআলা মুসা আলাইহিস সালামকে বলেছিলেন, তুর পাহাড়ে এসে এক মাস ইতিকাফ সহকারে অবস্থান করুন। কওমের কিছু লোককেও সঙ্গে নিয়ে আসুন। এ সময়কাল অতিবাহিত হলে আমি আপনাকে একটি কিতাব দেব। [আত তারতিবুল লতিফ ফি কিসসাতিল কালিম ওয়াল হানিফ : ২৮]

৭.

মুফাসসিরে কুরআন আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানি রহ. লেখেন,

حضرت موسی علیہ السلام حسبِ وعدہ نہایت اشتیاق کے ساتھ کوہِ طور پہنچے، شاید قوم کے بعض نقباء کو بھی ہمراہ لے جانے کا حکم ہوگا، وہ ذرا پیچھے رہ گئے، حضرت موسی علیہ السلام شوق میں آگے بڑھے چلے گئے، حق تعالی نے فرمایا ایسی جلدی کیوں کی کہ قوم کو پیچھے چھوڑ آئے؟ عرض کیا تیری خوشنودی کے لئے جلدی حاضر ہو گیا، اور قوم بھی کچھ زیادہ دور نہیں، یہ میرے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ (تفسیر عثمانی، ص: ۴۲۳، سورہ طہ، پ: ۱۶)

সাইয়্যেদুনা মুসা আলাইহিস সালাম অঙ্গীকার পালন করে, অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে তুর পাহাড়ে এসে পৌঁছেন। সম্ভবত জাতির কিছু নির্বাচিত সঙ্গীকেও সাথে নেওয়ার নির্দেশ ছিল। ওই সাথীরা খানিকটা পেছনে পড়ে গিয়েছিল। সাইয়্যেদুনা মুসা আলাইহিস সালাম প্রবল আগ্রহে আগে আগে চলে আসেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'এত দ্রুত কেন চলে এলেন যে, জাতিকে পেছনে রেখে আসতে হলো!' তিনি নিবেদন করলেন, 'আপনার সন্তুষ্টির জন্যে জলদি হাজির হয়েছি। আমার লোকেরা আমার থেকে খুব বেশি দূরে নয়। এইতো আমার পেছন পেছন চলে আসছে। [তাফসিরে উসমানি, পৃষ্ঠা : ৪২৩, সূরা তোয়াহা, পারা : ১৬]

উপরের উদ্ধৃতিগুলো থেকে বুঝে আসে যে, সাইয়্যেদুনা মুসা আলাইহিস সালাম জলদি করেছিলেন তাঁর সঙ্গী ৭০ জনের ক্ষেত্রে। পুরো জাতির সঙ্গে এর কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। এর বিপরীতে গুমরাহ হয়েছিল বনি ইসরাইলের সেসকল সদস্য, যারা হযরত হারুন আলাইহিস সালামের তত্ত্বাবধানে ছিল।

তাদেরকে সামেরি গুমরাহ করেছিল। এই গুমরাহির সঙ্গে সেই ৭০ জন সঙ্গীর কোনো ধরনের সংশ্লিষ্টতাও নেই। কাজেই এ কথা বলা যে, মুসা আলাইহিস সালামের তাড়াহুড়ার কারণে তার জাতি গুমরাহ হয়েছিল, এটি অনেক বড় জ্ঞানপাপ। এ ধরনের মন্তব্য মুসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে অবমাননাকর। এ ধরনের মন্তব্য তাঁর মতো একজন মহান নবির বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ।

উপরের উদ্ধৃতিগুলো থেকে দ্বিতীয়ত বুঝে আসে যে, মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্যে এবং তাঁর সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্যে, গণবিচ্ছিন্ন হয়ে নিভৃত স্থানে গিয়েছিলেন। তাঁর সেই পদক্ষেপ অবশ্যই প্রশংসনীয় ও কাম্য। কেউ যদি এই পদক্ষেপের ওপর আপত্তি তোলে তাহলে সেটা অনেক বড় ভুল বিবেচিত হবে। কেননা নির্জন স্থানে গিয়ে যিকির-মুনাজাত করার ওপর খোদ ইসলামি শরিয়তই বান্দাকে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। এ কাজ ইসলামের দৃষ্টিতে প্রশংসনীয় কাজ।

আল্লামা ইবনে কাসির রহ. হযরত মুসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে লেখেন,

> فمكث على الطور يناجيه ربه وسأله موسى عليه السلام عن أشياء كثيرة وهو تعالى يجيبه عنها . (قصص الأنبياء، ص : ٣٥٦)

> তখন মুসা আলাইহিস সালাম তুর পাহাড়ে অবস্থান করে আল্লাহর কাছে মুনাজাত করতে থাকেন। এ সময় মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে অনেক কিছু চেয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর সেই আবেদনগুলো মঞ্জুর করেন। [কাসাসুল আমবিয়া : ৩৫৬]

মুফাসসিরে কুরআন আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানি রহ. সূরা তোয়াহার "وَنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا" আয়াতের তাফসিরের অধীনে লেখেন,

> "وَنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا" مواضع دعوت سے قطعِ نظر جب ہر ایک کو دوسرے کی معیت سے تقویت قلب حاصل ہوگی تو اپنی خلوتوں میں نشاط وطمانیت کے ساتھ تیرا ذکر بکثرت کر سکیں گے۔ (تفسیر عثانی، ص: ۴۱۸، سورہ طہ، پ: ۱۶)

> "وَنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا" অর্থাৎ যখন দাওয়াতের স্থানগুলো থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আমরা একজন আরেকজনের সান্নিধ্যে চলে আসব তখন এই সান্নিধ্যের কারণে অন্তর শক্তি পাবে। এর ফলে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে নিভৃত স্থানে এসে পূর্ণ চাঞ্চল্য ও পূর্ণ প্রশান্তির সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে তোমার যিকির করতে পারব। [তাফসিরে উসমানি, পৃষ্ঠা : ৪১৮, সূরা তোয়াহা, পারা : ১৬]

আলোচনার উপসংহার

এতক্ষণ আমরা বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য তাফসিরগ্রন্থ থেকে যেই সরল উদ্ধৃতিগুলো উপস্থাপন করলাম, আকাবির উলামায়ে দেওবন্দের কিতাবাদি থেকে যেই স্পষ্ট ও তর্কাতীতভাবে প্রমাণিত কথাগুলো আপনাদের সামনে নিবেদন করলাম, তার আলোকে আমরা বুঝতে পারছি যে,

১.
সাইয়্যেদুনা হযরত মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর নির্দেশেই তুর পাহাড়ে গিয়েছিলেন একান্তে কথা বলার জন্যে।

২.
তাঁর অনুপস্থিতির দিনগুলোতে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত বন্ধ ছিল না; বরং সাইয়্যেদনা হারুন আলাইহিস সালাম অব্যাহতভাবে এই মেহনত আঞ্জাম দিয়ে গেছেন।

৩.
সাইয়্যেদুনা মুসা আলাইহিস সালাম তাঁর গোত্রের ৭০ জন নির্বাচিত সঙ্গীকে পেছনে রেখে একটু দ্রুত হাজির হয়েছিলেন। এদের কেউই গুমরাহ হয়নি। হযরত হারুন আলাইহিস সালামের তত্ত্বাবধানে যারা ছিলেন, তাদের বৃহদাংশ গুমরাহ হয়েছিল। এদের গুমরাহির সঙ্গে সাইয়্যেদুনা মুসা আলাইহিস সালামের কোনো সম্পর্ক ছিল না।

৪.
সাইয়্যেদুনা মুসা আলাইহিস সালামের এই দ্রুত চলে আসার ওপর আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্টি বা প্রত্যাখ্যানমূলক একটি কথাও বলেননি; বরং তাঁর এই মিলনাকাঙ্ক্ষাকে প্রশংসা মিশ্রিত বাক্যে উপস্থাপন করেছেন।

৫.
শরিয়ত নির্দেশিত সীমারেখার ভেতরে থেকে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে, নিভৃত স্থানে আল্লাহর ইবাদত করা শুধু জায়েযই নয়; বরং এটি ইসলামি শরিয়াতের দৃষ্টিতে পরম কাঙ্ক্ষিত আমল, প্রশংসনীয় কাজ ও আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের অন্যতম সুন্নত। গণহারে এটাকে ধর্মত্যাগের কারণ বলা ও গুমরাহির অনুঘোটক ঠাওরানো অনেক বড় গুমরাহ কথা। তদ্রূপ এ মন্তব্য করা যে, 'ইনফিরাদি অর্থাৎ একাকী নিষ্পন্ন আমলের পাহাড় ইজতিমাঈ অর্থাৎ সর্বসম্পৃক্ত আমলের দানা থেকেও ছোট' এ কথা শর্তহীন সত্য নয়।

৬.
জনাব মাওলানা সাদ সাহেব সাইয়্যেদুনা মুসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে এ পর্যন্ত যতগুলো গলত বয়ান দিয়েছেন, সেগুলো থেকে তিনি তার বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে প্রদত্ত রুজুনামার মধ্য হতে চতুর্থ রুজুনামার মাঝে আপত্তিকর সকল বয়ান থেকে কোনো ধরনের ব্যাখ্যা ও কারণদর্শানো ব্যতিরেকে রুজু করেছেন। তিনি স্পষ্ট শব্দে জানিয়েছেন যে, 'এক্ষেত্রে দেওবন্দি উলামায়ে কেরামের যেই মতাদর্শ ও তাহকিক, সেটাই আমার মতাদর্শ ও তাহকিক। আমি সেগুলোর অনুসরণ করি ও তাঁদের সকল তাহকিকের ওপর পূর্ণ আস্থা লালন করি।' তিনি তাঁর প্রেরীত রুজুনামার মাঝে লিখেছেন,

"بندہ کو علماء دار العلوم دیوبند پر مکمل اعتماد ہے، اور حضرت موسی علیہ السلام کے کوہِ طور پر تشریف لے جانے والے واقعہ
میں بندہ اپنے تمام بیانات سے بلاتاویل وتوجیہ رجوع کرتا ہے، اور آئندہ اس کو بیان کرنے سے انشاء اللہ مکمل اجتناب کرنے

کا پختہ ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالی اپنا حفظ وامان عطا فرمائے، آمین"

۴\جمادی الاولی، ۱۴۳۸ھ، مطابق ۲\فروری ۲۰۱۷ء.

بندہ محمد سعد بنگلہ والی مسجد، نظام الدین دہلی

(ماخوذ سعادت نامہ، مولانا سعد صاحب کا رجوع نامہ، ص: ۲۵)

'দারুল উলূম দেওবন্দের উলামায়ে কেরামের ওপর অধমের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। হযরত মুসা আলাইহিস সালামের তুর পাহাড়ে গমন সম্পর্কিত ঘটনায় অধম তার পূর্বের সকল বয়ান থেকে কোনো ধরনের ব্যাখ্যা ও কারণদর্শানো ব্যতিরেকে রুজু করছে। ইনশাআল্লাহ, আগামীতে তা বয়ান করা থেকে নিজেকে পুরোপুরি নিবৃত্ত রাখার মজবুত ইচ্ছা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁর নিরাপত্তা ও হিফাজত দান করুন। আমিন।

৪ জুমাদাল উলা ১৪৩৮ হি.-২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ই.

বান্দা মুহাম্মদ সাদ

বাংলাওয়ালি মসজিদ, নিযামুদ্দিন, দিল্লি

[সাআদতনামা, মাওলানা মুহাম্মদ সাদ কা রুজুনামা : ২৫]

কাজেই মাওলানার সেই স্পষ্ট রুজুর পর মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনা কেন্দ্র করে তার পূর্বপ্রদত্ত বয়ানগুলোর কারণে তার ওপর কোনো আপত্তি বা তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ তোলা ঠিক হবে না এ শর্তে যে, তিনি আগামীতে এ ধরনের ভুলের পুনরাবৃত্তি করবেন না এবং বয়ানের ক্ষেত্রে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করবেন।

এতদসত্ত্বেও মাওলানার দায়িত্ব হলো, মুসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বা এ জাতীয় অন্য বিষয়গুলো সম্পর্কে সাধারণ শ্রোতাদের মজমায় তিনি যেসব গলত বয়ান দিয়েছেন, সেগুলো যে তার ভুল ছিল, সে কথা তিনি সেই ধরনের সাধারণ মজমাতে জানিয়ে দেবেন। যেন তার মাধ্যমে উম্মতের মাঝে যেই গলত বার্তা পৌঁছে গেছে এবং তার ভুল বয়ানের কারণে সাধারণ মানুষের মনে মুসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে যেই ভুল ধারণা গড়ে উঠেছে, সেগুলো যেন পুরোপুরি দূর হয়ে যায়। খোদ মাওলানার ব্যাপারে মানুষের মনে যেই ভুল ধারণা গড়ে ওঠেছে, সেগুলোরও যেন অপনোদন ঘটে। তার সম্পর্কে সবাই যেন সুধারণা ও স্বচ্ছ অনুভূতি নিতে পারে।

<u>৭.</u>

সাইয়্যেদুনা মুসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে মাওলানা সাদ সাহেব যেই গলত কথাগুলো বয়ান করেছিলেন, পরবর্তীকালে সেগুলো থেকে তিনি রুজুও করেছেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ সালমান মাযাহেরি সাহেব (ব্যবস্থাপক, মাযাহিরে উলূম সাহারানপুর) এর তত্ত্বাবধানে মাওলানা সাদ সাহেবের সমর্থনে জবাবি বই লেখা হয়েছে। সেই বইয়ে নির্ভরযোগ্য তাফসিরগ্রন্থগুলো এড়িয়ে যত্রতত্র থেকে কুড়িয়ে এমন কিছু উদ্ধৃতি ও রেফারেন্স নকল করা হয়েছে, যা নির্ভরযোগ্য তাফসিরগ্রন্থের মুকাবিলায় দু' পয়সার মূল্যও রাখে না। উপরন্তু সেগুলো উলামায়ে দেওবন্দের সুস্পষ্ট বয়ান, লেখনী; এমনকি খোদ মাওলানা সাদ সাহেবের স্বীকারোক্তি, ঘোষণা ও এলানেরও পরিষ্কার পরিপন্থী। মাওলানা সাদ সাহেব নিজেই বলেছেন,

ہم سے مختلف مواقع میں بیانات میں موسی علیہ السلام کا واقعہ، خاص طور سے ان کا انفرادی عبادت میں مشغول ہو جانا اس بارے میں بیان ہوا ہے، کوئی بھی ایسی بات جس سے انبیاء علیہم السلام کی عظمت اور ان کی عصمت اور انبیاء علیہم السلام کے کام پر رائی کے دانہ کے برابر بھی کسی غلطی کا شائبہ بھی ہو اس سے ہمیشہ دور رہنا چاہئے۔

دوسری بات یہ کہ اس بات کی تائید میں اور اس بات کے ثابت کرنے میں کوئی کوشش کرنا یہ بھی غلط ہے، جو چیز

غلط ہے وہ غلط ہے، اس لئے اس سے اعتقاداً اور قولاً ہر طرح سے احتیاط کی جائے" (مجلس بعد عشاء، مرکز نظام الدین، ۲دسمبر ۲۰۱۷ء)

আমার থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত বয়ানে মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনা, বিশেষত তাঁর ইনফিরাদি ইবাদতে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কিছু বয়ান প্রকাশ পেয়েছে। সেই বয়ানের কোনো কথার কারণে যদি আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের অত্যুচ্চ মর্যাদা, তাঁদের নিষ্পাপত্ব ও আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের মেহনতের ওপর যদি তুলোর দানা বরাবর কোনো ভুলের সংশয়ও যদি প্রকাশ পায় তাহলে তাথেকে সবসময় দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

দ্বিতীয় বিষয় হলো, এ ধরনের কথার সমর্থনে, বা এ ধরনের কথা প্রমাণিত করার জন্যে কোনো চেষ্টা করা হলে সেটাও ভুল হবে। ভুল সর্বাবস্থায় ভুল। কাজেই বিশ্বাসের ক্ষেত্রে, বয়ান করার ক্ষেত্রে, অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে ভুল থেকে সতর্ক থাকতে হবে। [ঈশা পরবর্তী মজলিস, মারকায নিযামুদ্দিন, ২ ডিসেম্বর ২০১৭ ই.]

জনাব মাওলানা সাদ সাহেবের আলোচিত রুজু ও স্বীকারোক্তি এবং তার স্পষ্ট নির্দেশনা ও নিষেধ সত্ত্বেও তার কথা লঙ্ঘন করে লেখা এই জবাবি বই ভ্রুক্ষেপযোগ্য নয়। কাজেই এগুলো বলতে গেলে অস্তিত্বহীন বই।

৮.

কতই না ভালো হতো, যদি মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেব তার এ ধরনের সকল ইজতিহাদ থেকে, এ ধরনের সকল ভুল থেকে নিজেকে সবসময় নিরাপদ রাখতেন। এ ধরনের পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়ান, যেখানে তিনি জমহুরের মতার্দশ থেকে সরে, অথবা দেওবন্দি উলামায়ে কেরামের স্পষ্ট বক্তব্য ও তাহকিকের বিপরীতে বয়ান দিয়েছে, এ ধরনের কাজ থেকে তিনি যদি নিজেকে নিবৃত্ত রাখতেন তাহলে সেটা সবার জন্যেই কল্যাণকর হতো। তার দায়িত্ব ছিল, এ ধরনের নতুন নতুন ইজতিহাদের ফটক বিলকুল বন্ধ করা, অদ্যাবধি তিনি এ ধরনের যতগুলো বয়ান দিয়েছেন, সেগুলো যথাযোগ্য প্রায়শ্চিত্ত করার চেষ্টা করা। যদি তিনি তার এই করণীয় কাজগুলো করেন তাহলে নিঃসন্দেহে তা তাবলীগ সংশ্লিষ্ট সকল সাথীর জন্যে কল্যাণকর হবে, ইনশাআল্লাহ। শুধু তাই নয়; দ্বীন, শরিয়ত ও উম্মাহর কল্যাণের কথা ভাবলে অনতিবিলম্বে তার এ পদক্ষেপ নেওয়া দরকার।

মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে সিরাতে মুসতাকিমের ওপর পথচলা ও দৃঢ়তার সঙ্গে সুস্থির থাকার তাওফিক দিন। আমিন।

মুহাম্মদ যায়দ মাযাহেরি নদভি
উসতাযুল হাদিস ওয়াল ফিকহ
দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা লাখনৌ
৫ শাওয়াল ১৪৩৮ হিজরি

মাওলানা সাদ সাহেবকে নিয়ে কেন এই বিতর্ক?

বইগুলো বাংলাদেশের কেউ লেখেননি। লিখেছেন ভারতের নিযামুদ্দিন মারকায, নদওয়াতুল উলামা লাখনৌ ও দারুল উলুম দেওবন্দের উলামায়ে কেরাম। তারা কেন মাওলানা সাদ সাহেবের কিছু বয়ান নবি-রাসুলদের মর্যাদাবিরোধী ও দ্বীনের শাশ্বত চেতনা বিনষ্টকারী দাবি করেছেন, তা জানতে বইগুলো আপনার সহায়ক হবে।

মূল্য : ৮০/-

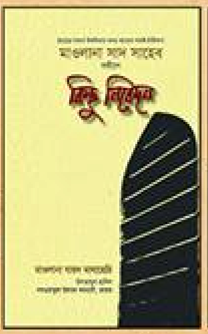

মূল্য : ৪০/-

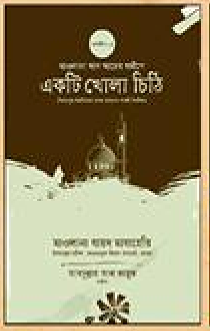

মূল্য : ৭০/-

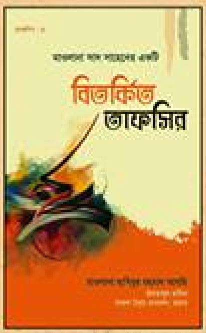

মূল্য : ৬০/-

মূল্য : ৫০/-

মূল্য : ৮০/-

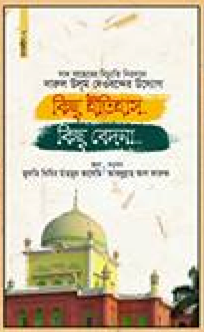

মূল্য : ১৪০/-

মূল্য : ২৬০/-

মূল্য : ৮০/-

মূল্য : ১৬০/-

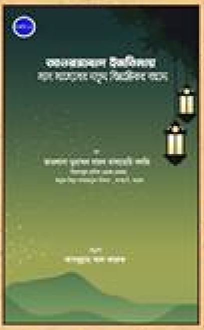

মূল্য : ৪০/-

মূল্য : ১৪০/-

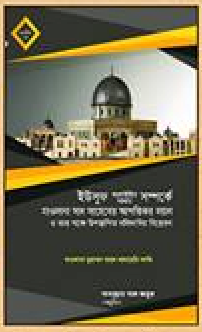

মূল্য : ১০০/-

মূল্য : ১২০/-

প্রকাশিতব্য

পুরো সিরিজটির মুদ্রিত মূল্য : ১৪২০ টাকা

বইগুলো পুরো বাংলাদেশে কুরিয়ার ডেলিভারি দেওয়া হচ্ছে।
সিরিজের যে কোনো বই পেতে ফোন দিন, 018 42 12 22 25

প্রকাশনায়	পরিবেশনায়
মাকতাবাতুল আসআদ	**মাকতাবাতুল আযহার**
আশুলিয়া, ঢাকা	মধ্যবাড্ডা। বাংলাবাজার। যাত্রাবাড়ি
015 11 52 50 70	019 24 07 63 65